পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 298 Tuesday, 29 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৯৮ সংখ্যা ❋ ১১ আশ্বিন ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে সাধুবাদ জানাতে পারি না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করলেন রাজ্য উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি জানান, প্রশাসনিক পদে থেকে এই ধরনের বিশৃঙ্খলাকে কোনওভাবেই সাধুবাদ জানানো যায় না। তাঁর কথায়, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনও ধরনের হিংসা নিন্দনীয়। অভিপ্রেত নয়। উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে সাধুবাদ জানাতে পারি না। দুই পক্ষের গোলমাল চলাকালীন স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতমাতার ছবিতে আঘাত বা অবমাননার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘সংঘাতের মাঝে যদি স্বামীজি ও ভারতমাতার ছবিতে লাথি পড়ে, তবে বুঝতে হবে আমরা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।’’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোনও বাঙালি ছাত্র বা ছাত্রী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বকে অপমান করতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বুক থেকে এই ধরনের অপসংস্কৃতি যে কোনও মূল্যে দূর করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সমগ্র ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, আইন নিজের পথে চলবে এবং তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মহাপুরুষদের মর্যাদা বজায় রাখার বিষয়ে সরকার কোনও আপস করবে না। রবিবার রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল এসআরএফটিআই! শুরুটা হয় রবিবার সকালে বাইরের কোনও সংস্থাকে ক্যাম্পাসের ভিতরের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়াকে কেন্দ্র করে। প্রথমে দুপক্ষের বাদানুবাদ, তারপর বিক্ষোভ, তা থেকে হাতাহাতি। শেষ হয় রীতিমতো পাথরবৃষ্টি দিয়ে। আহত হন একাধিক। অনেক রাত পর্যন্ত উত্তপ্ত থাকে পরিস্থিতি। পুলিশকে রীতিমতো গেট টপকে ক্যাম্পাসের ভিতর ঢুকতে হয়।

জামিন পেলেন না নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ হাই কোর্টের বিচারপতি গত বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, ‘‘জামিন দিয়ে দিচ্ছি।’’ তার পরে সোমবারও জামিন অধরাই রইল নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের। তাঁর জামিনের মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, মঙ্গলবার সকালে মামলার শুনানি হবে। তার পরে নির্দেশ জারি করা হবে। জামিন চেয়ে বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মিলন। তাঁর আইনজীবীরা বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে তাঁদের মক্কেলের জামিনের আবেদন করতে চান বলে জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, মিলন উপনির্বাচনের প্রার্থী। জামিনের আবেদনের শুনানি করতে সময় লাগবে। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিক। এই মামলার দ্রুত শুনানি করা হোক। আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর জামিনের মামলা দায়েরের অনুমতি দেন বিচারপতি ঘোষ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি ঘোষ জানিয়েছিলেন, উপনির্বাচনে মিলনকে লড়তে দেওয়া হোক। তিনি অন্তর্বর্তী জামিন দিচ্ছেন। তাঁর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ছিল, ‘‘আমি অন্তর্বর্তী জামিন দিচ্ছি। তিনি নির্বাচনে অংশ নিন। বাকিটা মামলার ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে।’’ তার পরেই শুক্রবার বিকেলে শুনানির দিন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শুক্রবারও জামিন পাননি মিলন। চার মামলায় জামিন চেয়ে তাঁর আবেদনের শুনানি হয়। আরও দু’টি মামলাতেও তিনি জামিনের আবেদন করেন। শুক্রবার বিচারপতি ঘোষ জানান, সোমবার বাকি দুই মামলায় জামিনের আবেদনের শুনানি রয়েছে। ওই দুই মামলার শুনানি শেষে আদালত অন্তর্বর্তী জামিনের বিষয়ে নির্দেশ দেবে। যদিও সোমবার পিছিয়ে গেল শুনানি। ১৯ বছরের পুরনো মামলায় পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় মিলনকে।

কলকাতায় যুবসমাজের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিতিন নবীন

মোদিজির গ্যারান্টি পূরণের প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা ২৮ সেপ্টেম্বরঃ দু’দিনের রাজ্য সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। সোমবার সফরের দ্বিতীয় দিনে কলকাতায় ‘যুব সংবাদ সম্মেলন’ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। যুবসমাজের উদ্দেশ্যে নিতিন বলেন, ‘‘মোদিজির যা গ্যারান্টি দিয়েছেন যুবসমাজকে, তা আমরা পূরণ করব।’’ এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিতিন বলেন, ‘‘আজ আমার আসতে অনেক দেরি হয়েছে। সাধারণত এত দেরি হয় না। রাতে ইচ্ছে হল গঙ্গা দর্শন করার। তাই সকালে গঙ্গা দর্শনে গিয়েছিলাম। কলা, সাহিত্য, খেলা এবং সংস্কৃতিত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে অগ্রগণ্য ছিল। রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী সকলেই ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলার কথা উঠলেই শুনেছি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের নাম। ভারতবর্ষ ফুটবলে পিছিয়ে রয়েছে কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বাংলা ফুটবল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নিয়ে শুনেছি।’’ এরপরেই যুবসমাজের উদ্দেশ্যে নিতিনের প্রশ্ন, ‘‘২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত বানানোর যে লক্ষ্য নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গকে কীভাবে দেখতে চায় যুবসমাজ?’’ যুবদের সঙ্গে

কথোপকথন তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। ফার্মেসি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘ফার্মেসিতে অনেক বড় সুযোগ আছে। মেডিকেল এডুকেশন যেভাবে বেড়েছে ফার্মেসি গাইড করছে।’’ এক আইনি ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘এক একটা সেক্টরে আইনজীবীদের গুরুত্ব বাড়ছে। পিএসইউ-তে আইনি উপদেষ্টার প্রয়োজন আছে। অন্যান্য সব ক্ষেত্রে আইনি উপদেষ্টার প্রয়োজন আছে। কর্পোরেট আইনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে পড়াশোনা করলে লাভবান হবেন ছাত্রছাত্রীরা।’’ এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘সরকার আপনাদের নিয়ে কাজ করবে পড়াশোনা, কর্মসংস্থান, মোদিজি যা গ্যারান্টি রয়েছে যুব সমাজকে নিয়ে তা আমরা পূরণ করব। যুব সমাজের সঙ্গে তিন ঘণ্টার চা চক্র করা হবে। কি সমস্যা রয়েছে সমস্ত কিছু সেই চা চক্রেই শোনা হবে।’’ এরপরেই নিতিন নবীন বলেন, ‘‘এই রাজ্যের ডিএনএতে ক্রীড়া-শিল্প-সংস্কৃতি রয়েছে। নতুন এডুকেশন পলিসি নিয়ে আসা হয়েছে। ফিফথ পেপার যে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার রয়েছে অ্যাডিশনাল স্পোর্টস কালচার যা কিছু আছে সেটা বিষয় নিয়ে আসা হবে। একটি ভোকেশনাল কোর্স আছে, একটি অডিশনাল কোর্স আছে। আগে আমরা খেলাধুলা করতাম এখন নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা টিভি ছেড়ে মোবাইলে পৌঁছে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মোবাইলের মধ্যে যুক্ত থাকে, তাঁরা ময়দানে যদি সময় দেয় তাহলে রাজ্যের আরও উন্নতি সম্ভব। যুবদের জন্য এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটার ব্যবস্থা করতে হবে।’’ সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আজকের যুবসমাজ বোঝে রিলে

● এরপর ৬ পাতায়...

আইসিডিএস কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি থেকে স্থায়ী ভবন!

অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা ২৮ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পরেই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আর্থিক স্বস্তি দিতে মাসিক ভাতা পাঁচ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো আমূল বদলে ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রশাসনিক প্রধান। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে আয়োজিত ‘অঙ্গন মিলন সেবা’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্যের সমস্ত আইসিডিএস কেন্দ্রে এ বার থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন মন্তব্য করেন, শিশু শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী এই কর্মীরাই মূলত দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছেন। বাংলা সফরে আসা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ও রাজ্য বিজেপি

সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে পানিহাটির কর্মসূচিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই আইসিডিএস কর্মীদের জন্য একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, গত আগস্ট মাসেই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা বর্ধিত বেতন কার্যকর করা হয়েছে। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ‘দিদি’-দের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ স্বাস্থ্যবীমা যোজনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার দরুন দেশের প্রায় ৩৮টি নামী সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ পাবেন তাঁরা। শিশুর সঠিক বিকাশ ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টির বিষয়টিতে বিশেষ জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাবারের বরাদ্দ দু’ টাকা বাড়িয়ে আট টাকা করা হয়েছে এবং প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের খাবারের বরাদ্দ বারো টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪ টাকা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের রূপরেখা পেশ করে শুভেন্দু বলেন, ‘‘রাজ্যে এই মুহূর্তে প্রায় ১৯ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ভাড়া বাড়িতে চলছে। আগামী দিনে এই সমস্ত কেন্দ্রকে সরকারের নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত করা হবে এবং তার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে।’’

‘এটা তো উপনির্বাচন’, বাংলার এসআইআর নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ৬ অক্টোবর রেজিনাগর ও নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার জরুরি শুনানির আর্জি প্রত্যাখ্যান করল সুপ্রিম কোর্ট। উপনির্বাচনের আগের দিনই পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে বলে জানাল আদালত। আগামী ৫ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর সংক্রান্ত মামলাটিকে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ওই দিনই উপনির্বাচন ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আইনজীবী জানান, রাজ্য ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার বিরুদ্ধে ভোটারদের করা হাজার হাজার আপিল এখনও বিচারাধীন রয়েছে। নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরের প্রায় ১৮ হাজার ভোটারের আবেদন ঝুলে আছে ট্রাইব্যুনালে। এরপরেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘‘এগুলি স্রেফ উপনির্বাচন। আর কিছুই নয়।’’ আইনজীবী বলেন, ‘‘এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই মানুষরা তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত

হবেন। আমরা জরুরি ভিত্তিতে মামলাটির শুনানি চাইছি। ১৮ হাজারেরও বেশি আবেদন বিচারাধীন রয়েছে যেগুলির নিষ্পত্তি হয়নি। এই ব্যক্তিরা প্রথম নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি।’’ এই আবেদনেও কর্ণপাত করেনি আদালত। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ মামলাটির শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে হাজির হয়ে এক আইনজীবী মৌখিকভাবে জানান, মামলাটি ২৯ সেপ্টেম্বর শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা ছিল। এখন সেটা ৫ অক্টোবর দেখাচ্ছে। তিনি আদালতে আরও জানান, নন্দীগ্রাম ও রেজিনাগর বিধানসভা কেন্দ্রে

● এরপর ৬ পাতায়...

ঋত-শিবিরের ১০ বিধায়কের পদ খারিজ নিয়ে স্পিকারকে সময় বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ মতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ রায় ও সন্দীপন সাহা-সহ ১০ জন বিদ্রোহী বিধায়কের পদ খারিজের আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সোমবার সেই মামলা নিষ্পত্তি করে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, বিধায়ক পদের ভাগ্য নির্ধারণের মূল এক্তিয়ার বিধানসভার স্পিকারেরই। আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে স্পিকারকে এই আবেদনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন মিটে যাওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একঝাঁক বিধায়ক দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় বিধায়ক সংখ্যা সঙ্গে নিয়ে তাঁরা মূল তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রতীক ও তহবিলের ওপর দাবি জানান। এই ঘটনার পর গত ৮ জুলাই ‘বিদ্রোহী’ ঋতব্রত-সহ ১০ বিধায়কের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগ করে পদ বাতিলের আর্জি নিয়ে বিধানসভার স্পিকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তবে দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হলেও স্পিকারের দরবারে বিধায়ক পদ খারিজ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এমনকি এরই মাঝে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতার পদেও স্বীকৃতি দেওয়া দেওয়া হয়। স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিলম্ব দেখে তড়িঘড়ি শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শোভনদেব। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন দলের সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● এরপর ৬ পাতায়...

পুরভোটেও নেই ‘জোড়াফুল’!

মমতা-ঋতব্রত তরজায় প্রতীক সিদ্ধান্তে কমিশনকে ৪ মাসের সময়সীমা সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের আগেও অনিশ্চয়তা কাটছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের। কারণ ঐতিহ্যবাহী ‘জোড়াফুল’ প্রতীক এবং ‘তৃণমূল’ নামের আসল মালিকানা কাদের হাতে থাকবে - সেই সংক্রান্ত মামলায় সোমবার বড় নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী ৪ মাসের মধ্যে উভয় পক্ষের বয়ান ও যুক্তি শুনে জোড়াফুল প্রতীক কার, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক দাবি করা দুটি পক্ষের (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির) সমস্ত নথি ও বক্তব্য শোনার কাজ শেষ করতে হবে নির্বাচন

কমিশনকে। এর পর পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সার্বিক তথ্য খতিয়ে দেখে কমিশনকে তাদের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে হবে। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে চার মাসের আইনি প্রক্রিয়ার মেয়াদ বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। দুর্গাপুজো মিটলেই নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পুরসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাওয়ার কথা কলকাতা, হাওড়া সহ একাধিক জেলায়। ফলে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে না পারলে, আসন্ন পুরভোটে দুই শিবিরের কাউকেই ঐতিহ্যবাহী ‘জোড়াফুল’ চিহ্ন বরাদ্দ করা সম্ভব হবে না। ৬ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। তার আগে প্রতীক তরজায় নির্বাচন কমিশন দলের নাম হিসেবে ‘সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’ এবং প্রতীক জোড়াফুল ‘ফ্রিজ’ করে। জানিয়ে দেয়, তৃণমূলের ‘জোড়াফুল’ আপাতত কোনও পক্ষই ব্যবহার করতে পারবে না। এরপর মমতা শিবিরের নাম হয় ‘মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’। তারা আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচনে লড়ছে ফুটবল পায়ে ফুটবলার প্রতীকে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের তৃণমূলের নাম হয় ‘গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস’। তারা লড়ছে খাম চিহ্নে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর

● এরপর ৬ পাতায়...

‘হাউস গার্ড ছাড়া কিছু নেই’, নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ বিধানসভা নির্বাচনের পর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে, এরপর একাধিক ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ফেরানোর দাবি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে বিষয়টি তুলে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। যদিও সেই মুহূর্তে দ্রুত শুনানির আর্জি শোনেনি আদালত। তবে অভিষেককে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন

বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। আগামী ৬ অক্টোবর মামলাটির শুনানি হবে। সোমবার আদালতে অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জানান, তাঁর মক্কেল প্রধান বিরোধী দলের সাধারণ সম্পাদক। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি জেড প্লাস নিরাপত্তা পেতেন। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর নতুন সরকার সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে নেয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। আইনজীবীর বক্তব্য, বর্তমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও নিরাপত্তা বাহিনী নেই। কয়েকজন হাউস গার্ড রয়েছেন মাত্র। এমন অবস্থায় তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বলেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। আদালতে অভিষেকের আইনজীবী আরও দাবি করেন, নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পর তাঁর মক্কেল বেশ কয়েক বার আক্রান্ত

● এরপর ৬ পাতায়...

এনসিপিআই নিয়ে ফের সুর চড়ালেন অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ এনসিপিআই-কে ‘বিজেপি ঘরজামাই’ বলে কটাক্ষ করার পর এবার তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদকে চরম আক্রমণ শানালেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। মানুষের রায়ে নির্বাচিত হয়ে নতুন দলে নাম লিখিয়ে সাংসদ পদ উপভোগ করাকে নৈতিক ভ্রষ্টতা ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত আখ্যা দিয়ে ওই সাংসদদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দল ও সংসদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি তুললেন তিনি। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে অধীররঞ্জন চৌধুরী নতুন এই দলবদলু সাংসদদের আইনি ও নৈতিক অধিকার নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন। সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এর হয়ে বিজেপির সমর্থনে যাওয়া সাংসদদের কড়া ভাষায় নিশানা করে অধীর বলেন, ‘‘২০ জন সাংসদকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। এটা একদমই বেআইনি, একদমই দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। এটা অনৈতিকতার সবথেকে বড় প্রমাণ। মানুষের ভোটে জিতে তারা এনসিপিআই নামক দলে গিয়ে বিজেপির ঘরজামাই হয়ে বসে আছে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে বের করে দেওয়া উচিত।’’ সংবিধানের দলত্যাগ বিরোধী আইন এবং সংসদীয় মর্যাদার কথা তুলে ধরে কংগ্রেস নেতা দাবি করেন যে, পুনরায় জনগণের মুখোমুখি না হয়ে বা নতুন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে এইভাবে লোকসভার মেয়াদ উপভোগ করার কোনও অধিকার ওই সাংসদদের নেই। অধীর আরও বলেন, ‘‘যদি সুপ্রিম কোর্ট বলে কিছু

● এরপর ৬ পাতায়...

মেঘ কাটিয়ে ফিরল রোদ, আপাতত স্বস্তি বাংলায়! তবে এরই মধ্যে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ শরতের শুরুতেই যেন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল আকাশ। কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কখনও টানা মেঘলা পরিবেশ, তার সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। পুজোর আগে এমন আবহাওয়ায় নাজেহাল হচ্ছিলেন রাজ্যবাসী। তবে সপ্তাহের শুরুতেই বদলে গেল সেই ছবি। সোমবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দেখা মিলল রোদের। আপাতত স্বস্তির খবরই শোনাচ্ছে হাওয়া অফিস। আগামী চার থেকে পাঁচ দিনে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে সেপ্টেম্বরের শেষ ক’টা দিন মোটের উপর শুষ্কই থাকতে পারে রাজ্য। তবে একেবারে বৃষ্টিমুক্ত হবে না বাংলা। কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি

এলাকাতেও দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু টানা বৃষ্টি বা ভারী বর্ষণের আশঙ্কা আপাতত নেই বলেই জানানো হয়েছে। এর মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে ফের নতুন একটি নিম্নচাপ তৈরির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ মায়ানমার উপকূলের কাছে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। সোমবার থেকেই তার প্রভাব উত্তর আন্দামান সাগরে পড়তে পারে। এরপর সেটি উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে পারে। বুধবারের দিকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের কাছে গিয়ে নিম্নচাপটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরে সেটি বাংলাদেশ এবং মায়ানমার উপকূলের দিকে সরে যেতে পারে। নতুন নিম্নচাপ ঘিরে নজর থাকলেও আপাতত পশ্চিমবঙ্গে তার বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। বরং রাজ্যে বৃষ্টির প্রবণতা ধীরে ধীরে কমবে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিন আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে মাঝে মাঝে রোদও দেখা যাবে। কয়েকটি জায়গায় স্থানীয় ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় গরমের সঙ্গে অস্বস্তিও থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ কমার ইঙ্গিত মিলেছে। সোমবার থেকে ভারী

● এরপর ৬ পাতায়...

আবহাওয়ার উন্নতি হতেই ফের শুরু চারধাম যাত্রা, প্রশাসন সতর্ক

দেহরাদুন, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় উত্তরাখণ্ডে স্থগিত থাকা চারধাম যাত্রা পুনরায় চালু করা হয়েছে। গাড়োয়ালের কমিশনার আনন্দ স্বরূপ এই ঘোষণা করে জানিয়েছেন, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে গত ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারধাম যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে আবহাওয়া এখন স্বাভাবিক ও অনুকূল হওয়ায় ভক্তদের জন্য যাত্রা ফের শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।কমিশনার আনন্দ স্বরূপ আরও উল্লেখ করেন, নিজ নিজ জেলার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্থানীয় জেলাশাসকরা তীর্থযাত্রা পরিচালনার বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। যদি কোথাও ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধস বা রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়ার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে জেলাশাসকরা তাঁদের নিজস্ব স্তরে সাময়িকভাবে যাত্রা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে পারবেন।প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তাই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার। এজন্য তীর্থযাত্রার রুট ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত পুণ্যার্থীদের যাত্রায় বের হওয়ার আগে আবহাওয়ার সর্বশেষ তথ্য যাচাই করে সতর্কতার সঙ্গে পথ চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন বিতর্কে বিরোধীদের নিশানা জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক নিয়ে বিরোধীদের একযোগে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। কংগ্রেস এবং 'ইন্ডি'জোটকে নিশানা করে তিনি বলেন, দেশের ১৪০ কোটি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারত যখন 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প বাস্তবায়িত করছে এবং বিশ্বমঞ্চে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করছে, তখন বিরোধী দলগুলি এই অগ্রগতি দেখে হতাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে।সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জে পি নাড্ডা অভিযোগ করেন, নীতি ও দূরদর্শিতার অভাবে বিরোধীরা এখন দেশজুড়ে বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য ছড়ানোর জন্য নিত্যনতুন ফন্দি আঁটছে। তিনি বলেন, কয়েক দিন আগেই আমরা দেখেছি কীভাবে একটি সাজানো কাহিনি ঘিরে দেশজুড়ে শোরগোল তোলার চেষ্টা হয়েছিল। এখন নির্বাচন কমিশন তাদের প্রতিটি মিথ্যা প্রচারণা ফাঁস করে দেওয়া সত্ত্বেও তারা আবারও দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কলুষিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।রাহুল গান্ধীকে সরাসরি সতর্ক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রাহুল গান্ধী, কান খুলে শুনে নিন- একটা মিথ্যাকে একশো বার আওড়ালেই তা সত্য হয়ে যায় না। সত্যকে কখনও পরাজিত করা যায় না। রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের স্বায়ত্তশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালিমালিপ্ত ও দুর্বল করা। বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, এটি সেই পরিচিত 'টুলকিট মানসিকতা', যা দেশের বিকাশকে স্তব্ধ করতে প্রতিদিন সকালে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। প্রথমে মিথ্যা অভিযোগ তোলা, পরিবেশ অশান্ত করা এবং তারপর সরে পড়া- এটাই বিরোধীদের কাজের ধরনে পরিণত হয়েছে।জে পি নাড্ডা অভিযোগ করেন, বিরোধীদের দেশের নিরাপত্তা, জনকল্যাণ বা ভারতের সম্মানের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো যেকোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করা, পরিবারতন্ত্র টিকিয়ে রাখা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, অতীতেও দেশের মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের যোগ্য জবাব দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও জনতার আদালতেই বিরোধীদের সমস্ত মিথ্যা চক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রমে পূজার্চনা নিতিন নবীনের

গঙ্গাসাগর, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে পৌঁছলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। সোমবার সকালে তিনি গঙ্গাসাগরে পৌঁছে প্রথমে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের পবিত্র সঙ্গমে পুণ্যস্নান সারেন। এরপর তিনি ঐতিহাসিক ও পবিত্র কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে পুজো দেন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নিতিন নবীনের এই দু'দিনের বঙ্গ সফরের শেষ দিনে গঙ্গাসাগর দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদিন সকালে বিশেষ হেলিকপ্টারে চেপে তিনি সাগরে পৌঁছন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা ও রাজ্য বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। কপিল মুনির মন্দিরে আরতি ও পুজো দেওয়ার পর আশ্রমের সাধু-সন্তদের সঙ্গেও কিছু সময় কথা বলেন তিনি। গঙ্গাসাগরে পুজো দেওয়ার পর দলীয় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে তিনি উত্তর ২৪ পরগনার উদ্দেশে রওনা হন।এদিন গঙ্গাসাগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁদের যে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন, তা পূরণ করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সভাপতি-সহ দলের নেতারা একসঙ্গে কাজ করছেন। তিনি জানান, গঙ্গা দশহরা, গঙ্গা যাত্রা ও জাতীয় মেলার মতো আয়োজনের সঙ্গে গঙ্গাসাগরের বিশেষ যোগ রয়েছে। তাই গঙ্গাসাগরের তটেও গঙ্গা যাত্রা ও জাতীয় মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে এবং সরকার এই বিষয়ে দ্রুত এগোবে। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনশাল।

রাশিফল

মেষঃআর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, যা আপনার আর্থিক সিদ্ধান্তগুলিকে আরও ভালো করে তুলবে। শুবদিন

বৃষঃ এই সময়ে আপনার প্রতিক্রিয়া এবং পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতার দিকে নজর দিন। শুভদিন হবে।

মিথুনঃঅপ্রয়োজেনীয় তর্ক বা বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক জীবনে উষ্ণ পরিবেশ থাকবে। আপনার কাছের কেউ নিজের মনের কথা আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন, তাই তাঁর কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আবেগের দিক থেকে আপনি নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন। সংসারে শান্তি হবে।

কর্কটঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। সব দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক লেনদেগুলিকে সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। আপনি আপনার ঘরের পরিবেশে কোন পরিবর্তন করার আগে সবার সম্মতি পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। সন্তান হতে পারে আজকে।

সিংহ ঃ কর্মক্ষেত্রে আপনার শক্তি ও উসাহ অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারে, তবে কথোপকথনে আধিপত্য বিস্তার করা এড়িয়ে চলুন। একসঙ্গে কাজ করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি স্থিতিশীল থাকবে, তবে লোক দেখানো বা বিলাসবহুল জিনিসের পেছনে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। শুভদিন।

কন্যাঃ কর্মক্ষেত্রে বাস্তববাদী থাকুন এবং সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। এতে অপ্রয়োজেনীয় মানসিক চাপ এড়াতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত জীবনে কেউ আপনার কাছে পরামর্শ বা সমর্থন চাইতে পারেন, আর আপনার বোঝাপড়া তাঁকে স্বস্তি দেবে।

তুলাঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্েহ্যর বিকাশ ঘটতে পারে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থাযনে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। শুভদিন হবে

বৃশ্চিকঃ চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। শুভদিন

ধনুঃ আজ আপনার জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। জীবনে আপনি কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। বিশেষ করে আজ আপনি কিছুটা নার্ভাস বোধ করতে পারেন, যা আপনার মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। সুস্থ হবে।

মকরঃতাড়াহুড়োর চেয়ে ধীর কিন্তু ধারাবাহিক পরিশ্রমে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে আপনার সঞ্চয় নতুন করে পর্যালোচনা করা বা ভবিষ্যতের বিনিযোগের পরিকল্পনা করার এটি ভালো সময়। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আজ অনুভূতিগুলি কথায় প্রকাশ করা কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে, তবে আপনার ছোট ছোট বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গভীর সম্পর্কের প্রকাশ ঘটাতে পারে।।

কুম্ভঃ মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে ওয়াইন পান স্বাস্েহ্যর মারাত্মক শত্রু এবং এটি আপনার সক্ষমতাকেও ব্যাহত করে। শুভদিন

মীনঃ আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ।

মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় যথেচ্ছ সার প্রয়োগ বন্ধের ডাক কৃষিমন্ত্রীর, রবি মরশুমে জোর ডাল ও তৈলবীজে

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বরঃপ্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দেশে সারের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখা গিয়েছে। তবে এবার কেবল জোগানেই নয়, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহার রুখে ' ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগে' কড়া নজর দিতে চলেছে কেন্দ্র। ' ন্যাশনাল কনফারেন্স অন এগ্রিকালচার ফর রবি ক্যাম্পেন ২০২৬'-এর সূচনা পর্বে সোমবার এই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। পাশাপাশি আসন্ন রবি মরশুমে প্রচলিত গম চাষের বাইরে গিয়ে ডাল, তৈলবীজ ও প্রাকৃতিক চাষে জোর দেওয়ার জন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে যৌথ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করছে কৃষি মন্ত্রক।সম্মেলনে যোগ দিয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান, মাটির উর্বরতা ধরে রাখতে প্রয়োজনমাফিক সার প্রয়োগ জরুরি। অনেক সময়ই অজ্ঞতার কারণে অতিরিক্ত সার ব্যবহার করে কৃষকরা উল্টে জমির ক্ষতি করছেন এবং চাষের খরচ বাড়াচ্ছেন। এই প্রবণতা রুখতে কেন্দ্র দেশজুড়ে একটি বিশেষ প্রচার অভিযান শুরু করতে চলেছে। এই অভিযানের মূল ভিত্তি হবে ' সয়েল হেলথ কার্ড'। মাটির কোন পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে, সেই কার্ডের সুপারিশ

মেনেই কৃষকদের নির্দিষ্ট মাত্রায় সার প্রয়োগে উৎসাহিত করা হবে।একই সঙ্গে রবি মরশুমের ফসল বিন্যাস নিয়েও বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি। শিবরাজ সিং চৌহান জানান, খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে বিকল্প চাষের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ডাল ও তৈলবীজ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক চাষ এবং শস্যের বহুমুখীকরণই হবে এবারের অভিযানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।সম্মেলনের কৌশলগত দিক ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী জানান, গোটা প্রক্রিয়াটিকে তিনটি মূল ভাগে বিন্যস্ত করে দলগত আলোচনা চলছে। রাজ্যগুলি ইতিমধ্যে তাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এই আলোচনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে রবি মরশুমের রূপরেখা। সেই প্রেজেন্টেশন ও অ্যাকশন প্ল্যানের ওপর সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কৃষিমন্ত্রীরা তাঁদের মতামত ও নিজস্ব প্রস্তুতি তুলে ধরবেন।

জ্ঞানেশকে অপসারণের দাবিতে শ্রীনগরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, তোপ পবন খেরার

শ্রীনগর, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়ে এবার উত্তাল হলো জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুলে রাস্তায় নামলেন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। কমিশনের কার্যপদ্ধতিকে ' অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে দল।সোমবার শ্রীনগরে বিক্ষোভ চলাকালীন কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র পবন খেরা সরাসরি কমিশন ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনমত চুরির অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, এই ক্ষোভ কেবল জম্মু ও কাশ্মীরের নয়, গোটা দেশের। নির্বাচন কমিশনার দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে।ভোটার তালিকা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নিয়ে কড়া আক্রমণ শানিয়ে পবন খেরা বলেন, যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ বেআইনি। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটারদের আবেদন সংক্রান্ত ' ৬'-এ কোনওরকম সংশোধনী আনতে গেলে তা সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হয়। কিন্তু সংসদে কোনও আলোচনা বা অনুমোদন ছাড়াই এই পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে পুরো এসআইআর প্রক্রিয়াই অবৈধ হয়ে পড়েছে। তাঁর যুক্তি, ভিত্তিটাই যদি বেআইনি হয়, তবে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি কিংবা বাদ দেওয়ার সমস্ত সিদ্ধান্তই অবৈধ।কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাঁচাতে এবং সাংবিধানিক কাঠামো রক্ষা করতে বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে পদ থেকে অপসারণ করা উচিত। কমিশনের এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষ প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।

শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো অন্তত পাঁচ জনের। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। সোমবার কর্ণাহ তহশিলের টিটওয়াল-সিমারি সড়কে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে

'গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই', সিইসি-র পদত্যাগ দাবি করে সরব মল্লিকার্জুন খাড়গে

বেঙ্গালুরু, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক বিতর্কে কেন্দ্র ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে। বিষয়টি নিয়ে দলের পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করতে মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকেছেন তিনি।সোমবার সকালে বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেন, আমি আগামীকালের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকেছি। সেখানে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দেবেন। আমরা এই ইস্যুতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লড়াই করব। কারণ এই বিষয়টি গোটা দেশের সঙ্গে জড়িত, আমাদের গণতন্ত্রের অস্তিত্ব এবং দেশের টিকে থাকার ল।াইয়ের সঙ্গে জ।তি। তাই আমরা এটিকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়ব এবং এর শেষ দেখে ছাড়ব।নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া সাফাই ও বক্তব্যের ক।া সমালোচনা করে কংগ্রেস সভাপতি তোপ দাগেন, কমিশন তো এসব কথাই বলবে। কিন্তু ওদের ঘরের লোকেরাই তো আসল সত্য ফাঁস করে দিয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে খা।গে বলেন, এমনকি কেরলমের এক মুখ্যসচিব পর্যন্ত দাবি করেছেন যে স্বয়ং সিইসি তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর স্পষ্ট অর্থ হলো, সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসে থাকা একজন ব্যক্তি বিজেপির আদর্শ প্রচার করছেন এবং কার্যত বিজেপির একজন দলীয় কর্মীতে পরিণত হয়েছেন।

বিপ্লবী শহীদ ভগত সিংয়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

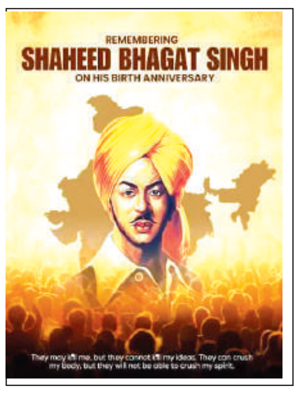

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ অমর বিপ্লবী শহীদ ভগ সিংয়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ একটি বিশেষ ভিডিও বার্তা শেয়ার করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বীর বিপ্লবীর অসামান্য অবদান ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী লেখেন, শহীদ ভগৎ সিংয়ের জন্মবার্ষিকীতে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। তাঁর অদম্য সাহস ও শৌর্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। দেশের সম্মান রক্ষার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করার যে অনন্য নজির তিনি স্থাপন করেছিলেন, তা ভারতের যুবসমাজের অসীম সাহস ও অবিচল সংকল্পের চিরন্তন প্রতীক।দেশের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার জন্য ভগৎ সিংয়ের এই মহান আত্মবলিদান যুগ যুগ ধরে সমগ্র দেশবাসীকে দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে চলবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

পুষ্টি নিয়ে মাসব্যাপী জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বরঃপ্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস বা জাতীয় পুষ্টি মাস পালন করা হয়। গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা, শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও যত্ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। নবম পোষণ মাস ২০২৬-এর সূচনা হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। এ বছর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সুষম ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে সচেতন করা হবে। আগের পোষণ মাসগুলিতে মাতৃ পুষ্টি, শিশু ও অল্পবয়সি শিশুদের খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি, শিশুর বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। দেশজুড়ে পুষ্টির মানোন্নযনের জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।পটভূমিঅপুষ্টি এখনও ভারতের অন্যতম বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এর প্রভাব পড়ে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, শারীরিক বৃদ্ধি, শেখার ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতার উপর। এই সমস্যার মোকাবিলায় পুষ্টিকে উন্নযনের মূল ধারায় আনতে ভারত সরকার ২০১৮ সালের মার্চ মাসে বহু মন্ত্রকের সমন্বয়ে পোষণ অভিযান শুরু করে। ২০২১-২২ সালের কেন্দ্রীয়বাজেটে বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচিকে মিশন পোষণ ২.০-এর আওতায় আনা হয়। নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের অধীনে এটি ভারতের একক জাতীয় পুষ্টি মিশন হিসেবে কাজ করছে।পোষণ ২.০-এর আওতায় তিনটি প্রধান প্রকল্পকে একত্রিত করা হয়েছে ঃপোষণ অভিযানঃপ্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, জন-আন্দোলন এবং আচরণগত পরিবর্তনের উদ্যোগ।অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা বা সমন্বিত শিশু বিকাশ পরিষেবা (ICDS)সম্পূরক পুষ্টি, গরম রান্না করা খাবার এবং শিশুর প্রাথমিক পরিচর্যা।কিশোরী প্রকল্প স্কুলের বাইরে থাকা কিশোরী ও অন্যান্য কিশোরীদের পুষ্টি সহায়তা।প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে পালিত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস মিশন পোষণ ২.০-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম।নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে রুদ্রাক্ষ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সূচনা হবে। এই বছরের মূল ভাবনা, ' অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দাযিত্ব'। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে। প্রত্যেক নাগরিককে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দাযিত্ব ও উন্নয়নে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বিশ্বের বৃহত্তম শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থার অংশ। প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের কাছেও এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ২০২৬' অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দাযিত্ব' মূল ভাবনার ভিত্তিতে এবারের পোষণ মাসে পুষ্টি, পরিচর্যা ও শিশুর প্রাথমিক বিকাশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে জন-যোগাযোগ উদ্যোগের মূল কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।এই বছরের কর্মসূচিতে পাঁচটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।১. খাদ্যে বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্ত প্রোটিন২. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টাটকা গরম রান্না করা খাবার৩. জনযোগাযোগ ও দায়বদ্ধতা৪. শিশুর বিকাশে পুষ্টি ও প্রাথমিক উদ্দীপনা৫. প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার ১০ বছর১. খাদ্যে বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্ত প্রোটিনশস্য ও মিলেট, ডাল, ফল ও সবজি, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারের পাশাপাশি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উস থেকে পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ সুস্বাস্থ্য ও সঠিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈচিত্র্যময় খাবার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং অপুষ্টি প্রতিরোধে সাহায্য করে। বিশেষ করে শিশুকে বাড়তি খাবার দেওয়ার সময় থেকেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি।সম্ভাব্য কর্মসূচিস্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যময় রান্নার প্রদর্শনী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে পুষ্টিকর খাবার তৈরির সরাসরি প্রদর্শনী করা হবে।পোষণ মেলা স্থানীয় পুষ্টিকর খাবার, রান্নার প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য সুষম খাবার সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হবে।প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার প্রচার অভিযান ডাল, শস্য, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং ডিমের মতো উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ প্রোটিনের উস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে।পোষণ বাটিকা ও স্থানীয় খাবারের প্রচারপাষণ বাটিকায় উৎপাদিত এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া মরসুমি খাবারকে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।২. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টাটকা গরম রান্না করা খাবারভোক্তাদের নিয়মিত টাটকা, বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর গরম খাবার পৌঁছে দেওয়া সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।স্থানীয় উপকরণ, মিলেট, ডাল ও মরসুমি সবজি দিয়ে স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।পোষণ মাস ২০২৬-এ সাপ্তাহিক মেনু পরিবর্তন, জনসম্পৃক্ততা এবং খাবারের গুণমান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।সম্ভাব্য কর্মসূচি সাপ্তাহিক মেনু পরিবর্তন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ধরনের গরম খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে উসাহিত করা হবে।গরম রান্না করা খাবারের প্রদর্শনীসম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবার তৈরির সরাসরি প্রদর্শনী করা হবে। খাবারের গুণমান পরীক্ষাFSSAI-এর সহযোগিতায় দেশজুড়ে গরম রান্না করা খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হবে।খাবার চেখে দেখার কর্মসূচি অভিভাবক, পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে খাবার চেখে দেখার কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।৩. জনসংযোগ ও দায়বদ্ধতানারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের ২৩ জুন, ২০২৬-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী সম্প্রতি অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটি বা কঞ্চক্ট গঠন করা হয়েছে। অঙ্গনওাড়ি সুপারভাইজারের নেতৃত্বে এই কমিটিগুলি জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো, পরিষেবার মান পর্যবেক্ষণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কার্যক্রম আরও কার্যকর করার কাজ করবে। পোষণ মাস ২০২6 এই কমিটিগুলিকে সক্রিযভাবে কাজে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির মেনু বোর্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে উপভোক্তারা প্রতিদিনের খাবার ও তাঁদের প্রাপ্য পরিষেবা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এতে পরিষেবার স্বচ্ছতা ও জননজরদারি বাড়বে।সম্ভাব্য কর্মসূচি অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় করাদেশের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে AMC-কে সক্রিয় করে জনসম্পৃক্ততা ও পুষ্টি পরিষেবার মানোন্নয়নে যুক্ত করা হবে। পোষণ মাসে প্রতিটি কমিটির অন্তত একটি বৈঠক করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির মেনু বোর্ডসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মেনু বোর্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিদিনের গরম খাবার ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়া খাবারের তালিকা সম্পর্কে মানুষকে জানানো হবে।খাবারের গুণমান পর্যবেক্ষণ"AMC এবং মাতৃ কমিটিগুলিকে খাবারের গুণমান, পরিমাণ এবং নির্ধারিত মেনু মেনে চলা পর্যবেক্ষণে যুক্ত করা হবে।৪. শিশুর বিকাশে পুষ্টি ও প্রাথমিক উদ্দীপনাশিশুর কি খাওয়া দরকার এবং তার মানসিক বিকাশ কীভাবে হবে, এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে সঠিক পুষ্টি ও যত্ন শিশুর মস্তিষ্কের সুস্থ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে অপুষ্টি হলে শিশুর মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে।শূন্য থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য সংশোধিত হোম ভিজিট শিডিউল তৈরি করা হয়েছে। এতে ৩৪টি বিকাশের ধাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অভিভাবকদের আরও ভালোভাবে পরামর্শ দিতে পারবেন।সম্ভাব্য কর্মসূচি সংশোধিত হোম ভিজিট শিডিউলের ব্যবহার জীবনের প্রথম ১,০০০ দিন এবং শৈশবের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবারকে সঠিক পরামর্শ ও সহায়তা দিতে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।নবচেতনা ও আধারশিলা পাঠক্রমের মাধ্যমে বয়স উপযোগী শিক্ষা, বিকাশ এবং স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।ভ্ডবিকাশে বিলম্ব হওয়া শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা পরিষেবায় পাঠানোভ্ডবিকাশগত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও RBSK দলের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে।পুষ্টি ও শিশুর মানসিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতাপর্যাপ্ত পুষ্টি এবং শিশুর

বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা, কন্যাকুমারী থেকে কার্গিলগামী বায়ুসেনার সাইকেল র‍্যালি পৌঁছল জম্মুতে

জম্মু, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ কার্গিল যুদ্ধের শহীদদের আত্মবলিদানকে স্মরণ করতে এবং ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৪-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বায়ুসেনার বিশেষ সাইকেল অভিযান এসে পৌঁছল জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মুতে। ভারতের দক্ষিণতম বিঃদু কন্যাকুমারী থেকে শুরু হওয়া এই দীর্ঘ সাইকেল যাত্রা কার্গিল২ যুদ্ধ স্মারকে গিয়ে শেষ হবে।অভিযানটির অগ্রগতি সম্পর্কে বায়ুসেনার এক আধিকারিক জানান, সম্পূর্ণ যাত্রাটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায় ছিল কন্যাকুমারী থেকে হায়দরাবাদ, দ্বিতীয় পর্যায় হায়দরাবাদ থেকে দিল্লি (জাতীয় যুদ্ধ স্মারক), এবং বর্তমানে তৃতীয় তথা চূড়ান্ত পর্যায় চলছে-যা দিল্লি থেকে জম্মু হয়ে কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে গিয়ে সম্পন্ন হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য হলো কার্গিল যুদ্ধের বীর সেনানীদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানানো এবং তাঁদের গৌরবগাঁথাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি আগামী ৮ অক্টোবর ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৪-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হবে। সেই বিশেষ দিনেই অর্থাৎ ৮ অক্টোবর কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

শেয়ারবাজারে আতঙ্কের চেনা ছবি, মাথায় হাত লগ্নিকারীদের

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, শেয়ারবাজারে আতঙ্কের সেই চেনা ছবি ফেরায় মাথায় হাত লগ্নিকারীদের। মাত্র এক ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা হারিয়ে ' হাঁড়ির হাল' হয়েছে তাঁদের। কবে এই পরিস্থিতির বদল হবে, তা নিয়ে সন্দিহান আর্থিক বিশেষজ্ঞ মহল।এ দিন বাজার খুলতে না খুলতেই লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে নামতে থাকে স্টকের সূচক। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ৯০০ পয়েন্ট পড়ে যায় সেনসেক্স। ফলে, বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ৭২,৯৪১ পয়েন্টে নেমে আসে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)। এই সময়সীমার মধ্যে এতে ১.২৬ শতাংশের পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে।ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) ছবিও ভিন্ন নয়। বেলা সাড়ে ১২টার মধ্যে প্রায় ৩০০ পয়েন্ট নেমে যায় নিফটি-৫০। ফলে, হু-হু করে কমে ২২,৮৫৫ পয়েন্টে চলে আসে ওই সূচক। শতাংশের নিরিখে এই পতনের পরিমাণ ১.২৩ বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির বদল কিভাবে হচ্ছে, সে দিকেই তাকিয়ে দেশের তাবড় ব্রোকারেজ ফার্ম খবর থেকে জানি।

বেলদায় রেলগেটের কাছে অসমের এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

মেদিনীপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদায় সোমবার সকালে রেলগেটের কাছে একটি নর্দমা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিহত ব্যক্তির নাম ডেভিড টিগা। তিনি অসমের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক আত্মীয় ও দুই বন্ধুর সঙ্গে হায়দরাবাদ থেকে অসমে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন ডেভিড। সকলেই ১৫৬৪৬ চারলা পল্লী এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করছিলেন। সঙ্গে থাকা আত্মীযের মতে, বেলদা রেলস্টেশনের কাছে শশীন্দা ২৬ রেলগেটের কাছে ডেভিড হঠাৎ চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী এক সপ্তাহ মূলত স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কমের দিকেই থাকবে বৃষ্টি। শহর ও শহরতলিতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রির পাশাপাশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছিই থাকবে। আগামী এক সপ্তাহ উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম থাকবে, খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্পর জন্য আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হবে। আপাতত বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই, ফলে স্বস্তি মিলবে না। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বেলুড় মঠে অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,২৮ সেপ্টেম্বর ঃ বেলুড় মঠে অর্থমন্ত্রী, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময়। বেলুড় মঠে পুজো দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার সকালে মঠে পৌঁছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূল মন্দির, সারদা মায়ের মন্দির ও স্বামী বিবেকানন্দের আবাসগৃহ পরিদর্শন করেন তিনি। পরে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর ছাত্র সংলাপ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী।

বি. আর. সিং হাসপাতালের অভূতপূর্ব সাফল্য

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃপূর্ব রেলের বি. আর. সিং হাসপাতাল (বিআরএসএইচ) পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডে এবং প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ড. নটরাজ বি.-এর সামগ্রিক চিকিৎসা নির্দেশনায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও বিশেষায়িত হৃদরোগ চিকিৎসায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। সম্প্রতি এই হাসপাতালের কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট একাধিক অত্যন্ত জটিল ও জীবনদায়ী অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যা সংকটজনক রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে। বি. আর. সিং হাসপাতালের মেডিকেল ডিরেক্টর ড. দেবাশীষ গুহর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দল একাধিক উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কেস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছে। সম্প্রতি গুরুতর অ্যানজাইনায় আক্রান্ত এক ৬২ বছর বয়সী পুরুষ রোগীর রক্তনালীতে গুরুতর ক্যালসিফাইড ব্লক ধরা পড়ে (ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ)।

শহর ও শহরতলী

কৃষকবন্ধুতে বড় বদল, এক পরিবারে একজনই পাবেন সুবিধা! ফের হবে উপভোক্তা যাচাই

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৮ সেপ্টেম্বর ঃ কৃষকবন্ধু প্রকল্পের নিয়মে বড়সড় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে একটি যোগ্য পরিবারের মাত্র একজন সদস্যই নতুন কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। আগের নিয়মে একই পরিবারের একাধিক সদস্য এই প্রকল্পের সুবিধা পেতেন বলে দাবি রাজ্য সরকারের। সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে প্রকৃত যোগ্য কৃষকের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর জন্য পুরনো সমস্ত উপভোক্তার আবেদন নতুন করে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল জানান, আগের সরকারের আমলে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পেতেন। বর্তমান সরকার সেই নিয়মে পরিবর্তন আনতে চাইছে। নতুন ব্যবস্থায় একটি পরিবার থেকে একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই প্রকল্পের সুবিধার আওতায় রাখা হবে। সেই কারণেই ইতিমধ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তথ্য এবং আবেদন নতুন করে যাচাই করার কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী জানান, আগের সরকারের আমলে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে রাজ্যের ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫৭১ জন সুবিধা পেতেন। তাঁদের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২১৩ জন প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। বাকি সুবিধাভোগীদের মধ্যে নতুন কৃষকবন্ধু প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছেন ৪৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৫৭ জন। তাঁদের আবেদনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত যাচাই করে ৩৯ লক্ষ ৫১ হাজার ১২০ জনের আবেদন বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। অর্থাৎ আবেদন যাচাইয়ের প্রক্রিয়া এখনও চলছে এবং আরও বহু আবেদন পরীক্ষা করে দেখা হবে। রাজ্য সরকারের এই নতুন নিয়মের অন্যতম লক্ষ্য, প্রকল্পের সুবিধা যেন প্রকৃত যোগ্য কৃষকের কাছেই পৌঁছয়। একই পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে সুবিধা চলে যাওয়ার পরিবর্তে পরিবারের যোগ্য একজনকে সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে সরকারি অর্থের ব্যবহার আরও নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে। তবে আবেদন যাচাইয়ের সময় যাতে কোনও যোগ্য কৃষক বাদ না পড়েন, সেই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। কৃষকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন কৃষকবন্ধু প্রকল্পে আবেদনের সময়সীমা আরও ১০ দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী। ফলে যাঁরা এখনও আবেদন করতে পারেননি বা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে পারেননি, তাঁরা অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন করার সুযোগ পাবেন। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কৃষকদের একটি বড় অংশের কাছে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। ফলে নতুন করে উপভোক্তা তালিকা যাচাই এবং পরিবারের সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তন কৃষকদের মধ্যে নজর কেড়েছে। অন্যদিকে, একই পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম প্রকল্পের তালিকায় থাকার বিষয়টি যাচাই করার জন্য প্রশাসনের হাতে থাকা তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আবেদনকারীদের দেওয়া তথ্য এবং প্রয়োজনীয় নথি যাচাইয়ের পরই তাঁদের যোগ্যতা চূড়ান্ত করা হবে। কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, নতুন ব্যবস্থায় মূল লক্ষ্য কোনও যোগ্য কৃষককে বঞ্চিত করা নয়। বরং প্রকল্পের সুবিধা যাতে সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করতেই পুনরায় যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত। সেই কারণেই আবেদনের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে। ফলে আগামী দিনে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। একদিকে একই পরিবারের একাধিক সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে, অন্যদিকে যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত যোগ্য কৃষকদের তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াও চলবে। এখন নজর থাকবে, অতিরিক্ত ১০ দিনের আবেদনের সময়সীমায় কত নতুন আবেদন জমা পড়ে এবং চূড়ান্ত যাচাইয়ের পর কৃষকবন্ধু প্রকল্পের উপভোক্তার সংখ্যা কত দাঁড়ায়।

আগে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে রাজ্যের ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫৭১ জন সুবিধা পেতেন। তাঁদের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২১৩ জন।

পুজোর আগে জয়নগরে ৭ এমএম পিস্তল, ম্যাগাজিন ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার, গ্রেফতার ২

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ সামনে পুজো।আর তার আগেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এসআই শান্তনু ব্যাধ, এএসআই বিশ্বজিৎ সরকারসহ পুলিশের একটি দল রবিবার গভীর রাতে অভিযান চালায় জয়নগর থানার মনসাতলা এলাকায়। সেখানেই তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই যুবককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আমির সোহেল সেখ (২৫) এবং সাহিদ আনোয়ার মন্ডল (২৬)।ধৃত দু'জনেরই বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায়। পুলিশের দাবি, ধৃত দুই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ৭ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ৬ রাউন্ড কার্তুজ। পুজোর আগে জয়নগর এলাকায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তবে এই আগ্নেয়াস্ত্র গুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল,এর পিছনে কোনও অস্ত্রচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না এবং উদ্ধারহওয়া অস্ত্রগুলি কোনওঅপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না-তা খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত আরও কারও সন্ধান মেলে কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। সোমবার ধৃত দুই যুবককে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় আরও তথ্য সামনে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ৬ কিমি দীর্ঘ বারবিল-বোলানিখাদান ডাবলিং প্রকল্পের জন্য ১২২ কোটি টাকা অনুমোদন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় রেল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ৬ কিমি দীর্ঘ বারবিল-বোলানিখাদান ডাবলিং প্রকল্পের জন্য ১২২ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। এর ফলে খনিজ পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে রেল পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।ক্রমবর্ধমান পণ্য পরিবহনে সহায়তাপ্রকল্পটি চালু হওয়ার পর এই অংশে বার্ষিক অতিরিক্ত ৮.৯ মিলিয়ন টন (স্বল্পশুল্ক) পণ্য পরিবহনের সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া, ডাবলিং-এর ফলে মালবাহী ট্রেন চলাচলে বিলম্বও কমবে।বারবিল-বোলানিখাদান অংশটিকে ভারতীয় রেলের জ্বালানি, খনিজ ও সিমেন্ট করিডোর-এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে এটি একটি সিঙ্গেল-লাইন বা একক লাইনের অংশ এবং এর মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৯ মিলিয়ন টন পণ্য (মূলত আকরিক লোহা) পরিবহন করা হয় প্রতিদিন গড়ে ৬টি বোঝাই রেক (ট্রেন) এখান থেকে যাত্রা শুরু করে। এই পরিবহনের পুরোটাই উচ্চমানের আকরিক ও পেলেট-এর জন্য, যা সেল-এর বোলানি খনি এবং বেসরকারি সাইডিং (যেমন-রুংটা, খাটাউ নারভেরা) থেকে ব। ব। ইস্পাত কারখানা ও বঃদরে পাঠানো হয়।ভবিষ্যতের পণ্য পরিবহনের চাহিদা পূরণসেল-এর খনি সম্প্রসারণ এবং বন্দর বা কারখানার সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ৬ কিমি দীর্ঘ এই অংশের ডাবলিং সম্পন্ন হলে, নির্ধারিত খনিজ করিডোরে সক্ষমতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা বা সংকট এড়ানো সম্ভব হবে।অনুমোদিত এই কাজটি পণ্য পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়তা করবে। এটি ইস্পাত কারখানা ও বন্দরে আকরিক লোহা পরিবহনের জন্য রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং এই অঞ্চলে খনি, শিল্প ও বন্দর সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রসারের সাথে সাথে রেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়া, এটি জ্বালানি, খনিজ ও সিমেন্ট করিডোর-কে শক্তিশালী করবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে পণ্য পরিবহনের গতি ও সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করবে।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষ পর্যালোচনার দাবি, হাওড়ায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,২৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভোটাধিকার রক্ষা, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিযার স্বচ্ছতার দাবিতে সরব হল হাওড়া জেলা কংগ্রেস। সোমবার দুপুরে বঙ্কিম সেতুর নিচে অবস্থান-বিক্ষোভের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি পার্থসারথি ভৌমিক। বিক্ষোভ শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একাধিক সিদ্ধান্তের ফলে ভোটারদের অধিকার ও কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভোটার তালিকা সংশোধনে ৬ নম্বর ফর্মের ব্যবহার এবং অতিরিক্ত নথি সংক্রান্ত নিয়মের যথাযথ পর্যালোচনার দাবি জানান তাঁরা। কংগ্রেসের দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং তাঁর কার্যকালে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির স্বাধীন পর্যালোচনা করতে হবে। পাশাপাশি অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তোলা হয়। পার্থসারথি ভৌমিকের অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বিজেপির স্বার্থে কাজ করেছেন। যদিও এটি কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, বিক্ষোভস্থলে তার কোনও স্বাধীন প্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, ভোটাধিকার ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় আগামী দিনেও আন্দোলন চলবে। কর্মসূচি ঘিরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বঙ্কিম সেতু সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জেলা, ব্লক ও ওয়ার্ড স্তরে আন্দোলন আরও ছড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বেসরকারি উদ্যোগে বসলো হাওড়া পুরসভায় ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,২৮ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া পুরসভায় এবার ঠান্ডা পানীয় জল ! বেসরকারি উদ্যোগে বসলো ওয়াটার পিউরিফায়ার মেশিন। উদ্বোধন করলেন উমেশ রাই। হাওড়া পুরসভায় বিভিন্ন কাজে এসে এবার থেকে ঠান্ডা বিশুদ্ধ পানীয় জল পেতে পারেন সাধারণ মানুষ। পুরসভার গেটের কাছেই বেসরকারি উদ্যোগে বসানো হল ওয়াটার পিউরিফায়ার মেশিন। সোমবার এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। পুরসভায় প্রতিদিন নানা প্রয়োজনে বহু মানুষের যাতায়াত। তাঁদের অনেককেই বাইরে থেকে জলের বোতল কিনে পান করতে হয়। সেই খরচের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে জানান মন্ত্রী। পুরসভার সরবরাহ করা জল পরিশোধনের মাধ্যমে ঠান্ডা পানীয় জল হিসেবে পাওয়া যাবে। শুধু পুরসভায় আসা মানুষজনই নন, পথচলতি সাধারণ মানুষও এই পরিষেবার সুবিধা নিতে পারবেন। মন্ত্রীর কথায়, মানুষের তৃষ্ণা মেটানোও জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অতীতে রাস্তার ধারে জলসত্রের মাধ্যমে পথিকদের জল দেওয়ার যে ঐতিহ্য ছিল, এই উদ্যোগ যেন তারই আধুনিক রূপ।

প্রিয়নাথ মোড়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার, গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর , ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নির্দেশে পিএসআই শান্তনু সরকার ও তাঁর পুলিশ বাহিনী প্রিয়নাথ মোড় এলাকায় অভিযান চালান।অভিযানের সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করা এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি সিঙ্গল শুটার আগ্নেয়াস্ত্র ও দু'টি গুলি উদ্ধার করা হয়। ধৃতের নাম আব্বাসউদ্দিন সর্দার (৩৪)। তাঁর বাড়ি বকুলতলা থানার পশ্চিম তেঁতুলবেড়িয়া এলাকায়।পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি যথাযথ সিজার লিস্টের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।এরপর আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আব্বাসউদ্দিন সর্দারকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় বকুলতলা থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর আগে কোনও অপরাধমূলক কাজে সেটি ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে।সোমবার ধৃতকে বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ।

বণ্টনের ভারসাম্যহীনতা সনাক্তকরণ ব্যবস্থার সূচনা করে পণ্য পরিবহনের সুরক্ষা জোরদার করল পূর্ব রেলওয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্বিঘ্ন পণ্য পরিবহনে নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রমাণ করে পূর্ব রেলওয়ে তাদের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের গতিশীল নেতৃত্বে এক উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সূচনা করেছে। যাত্রী ট্রেনের সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর কড়া নজর রাখার পাশাপাশি, সমগ্র নেটওয়ার্কে নিরবচ্ছিন্ন পণ্য সরবরাহ বজায় রাখতে মালগাড়ি চলাচলের সুরক্ষা ও সময়ানুবর্তিতার ওপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করছে পূর্ব রেলওয়ে। চলমান আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পূর্ব রেলওয়ে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওয়েব্রিজগুলিতে উন্নত ' লোড ইমব্যালান্স ডিটেকশন সিস্টেম' (চাকাপ্রতি ভার বণ্টনের ভারসাম্যহীনতা সনাক্তকরণ ব্যবস্থা) স্থাপন করছে। এই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মূল লক্ষ্য হলো রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আগেই নিরাপদ ওজনসীমা থেকে যেকোনো ধরনের বিচ্যুতি চিহ্নিত করা, যা ট্রেনের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা রোধে এবং প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর ভূমিকা নেবে। সম্প্রতি পূর্ব রেলওয়েতে প্রথমবারের মতো এই আধুনিক ব্যবস্থাটি পাকুরের ' ওয়েব্রিজ'-এ সফলভাবে চালু করা হযেছে। এই সর্বাধুনিক ব্যবস্থার প্রাথমিক পরীক্ষামূলক ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও সন্তোষজনক হয়েছে। রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত প্রশংসাপত্র প্রাপ্তির পর ব্যবস্থাটি পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হবে। এই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে কোটালপুকুরেও একই ধরণের একটি ভার বণ্টনের ভারসাম্যহীনতা সনাক্তকরণ ওয়েব্রিজ স্থাপনের কাজ ইতিমধ্যে পুরোদমে চলছে। জোনজুড়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাল পরিবহন কেঃদ্রগুলিতে এই অত্যাবশ্যকীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ এটি, যা আধুনিক, নিরাপদ এবং দক্ষ রেল পরিবহনের প্রতি পূর্ব রেলওয়ের দায়বদ্ধতাকে পুনর্ব্যক্ত করে।

পুজোর আগে জয়নগরে সাউন্ড অপারেটরদের নিয়ে পুলিশের বৈঠক, ডিজে নিয়ে কড়া বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ আর কয়েক দিন পরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গাপুজো। মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জার পাশাপাশি পুজোর অন্যতম আকর্ষণ সাউন্ড সিস্টেম। তবে সাউন্ডের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে প্রতি বছরই বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। পুজোর মরশুমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এবারও ক।। পদক্ষেপের পথে পুলিশ প্রশাসন।পুজোর আগে সাউন্ড সিস্টেম সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা ও নিয়মকানুন সম্পর্কে পুজো কমিটি এবং সাউন্ড অপারেটরদের সচেতন করতে বিভিন্ন থানার পক্ষ থেকে বৈঠক করা হচ্ছে। সেই মতো সোমবার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর থানা এলাকার সাউন্ডঅপারেটরদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে।এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার,এসআইসন্দীপ বাইলা, এসআই শুক্রানুর সাহা সহ পুলিশ আধিকারিকরা। জয়নগর থানা এলাকার প্রায় ৬০ জন সাউন্ড অপারেটর এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে আইসি সাউন্ড অপারেটরদের পুজোর সময় মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বিশেষ করে রাতের বেলায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় সীমা মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাত ১০টার পর কোনও পুজো মণ্ডপে মাইক বা বক্স বাজানো যাবে না। পাশাপাশি পুজোর সময় থেকে বিসর্জন পর্যন্ত ডিজে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলেও বৈঠকে জানানো হয়।পুলিশের তরফে আরও সতর্ক করে বলা হয়েছে, সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। প্রয়োজনে সাউন্ড সিস্টেমের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সাউন্ড অপারেটরের বিরুদ্ধে গ্রেফতার-সহ আইনানুগ পদক্ষেপ করা হতে পারে।পুজোর আনঃদ যাতে শব্দদূষণের কারণে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কারণ না হয়ে ওঠে, সেই বিষয়টি মাথায় রেখে সরকারি নির্দেশিকা মেনে সাউন্ড সিস্টেম পরিচালনার জন্য অপারেটরদের বারবার অনুরোধ করেন জয়নগর থানার আইসি। পুলিশের এই বৈঠনের মাধ্যমে পুজোর আগেই সাউন্ড অপারেটরদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল বলে জানা গিয়েছে।

'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬'-এর অধীনে পূর্ব রেলের বিভাগগুলিতে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জনসচেতনতায় নেতৃত্ব প্রদান

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে, পূর্ব রেল তার বিভিন্ন বিভাগ ও ওয়ার্কশপজুড়ে বর্জ্য থেকে সম্পদ । স্বচ্ছ রেলওয়ে, টেকসই ভবিষ্য মূল দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে চলমান ' হি সেবা-২০২৬' অভিযানের অধীনে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায়, ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী থিমেটিক ড্রাইভ 'স্বচ্ছতা সে সমৃদ্ধি'-র মাধ্যমে স্ক্র্যাপের সৃজনশীল রূপান্তর, প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহার, ব্যাপক ট্র্যাক পরিষ্কার এবং জনসচেতনতা তৈরির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। 'কবাড় সে জুগাড়' 'কবাড় সে কলা' উদ্যোগের মাধ্যমে স্টেশনে, কলোনিতে এবং ওয়ার্কশপে রেলের পরিত্যক্ত সামগ্রী যেমন-পুরোনো সিগন্যালিং সরঞ্জাম, কোচের যন্ত্রাংশ ও ধাতব স্ক্র্যাপকে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র এবং শৈল্পিক ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে মালদা টাউন কোচিং ডিপো দ্বারা তৈরি মালদা ইকোলজিক্যাল পার্কের 'স্ক্র্যাপ-টু-আর্ট' ভাস্কর্য, বিক্রমশিলা একাডেমিক ব্লকের কামানের ভাস্কর্য, এমডিডিটিআই মালদার আইজিওটি-কাম-সিবিটি সেন্টার প্রবেশদ্বারে দুটি হাতির ভাস্কর্য, জামালপুর লোকো শেডের চমকার শিল্পকর্ম, এবং ভাগলপুর কোচিং ডিপোর মিলরাইট ব্যাচ দ্বারা তৈরি ভারতীয় রেলের মাসকট ভোলু - দ্য গার্ড-এর প্রতিরূপ। এছাড়া শিয়ালদহ বিভাগজুড়েও এই ধরনের রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একই সাথে, পূর্ব রেল স্টেশন ও আবাসিক কলোনিগুলো থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারের জন্য 'প্লাস্টিক রিসাইক্লিং মেলা'-র আয়োজন করছে, যার মাধ্যমে স্টেশন বিক্রেতা ও ক্যান্টিনের মতো বৃহ বর্জ্য উৎপাদনকারীদের অনুমোদিত রিসাইকেলারদের সাথে সরাসরি যুক্ত করা হচ্ছে। হাওড়া, শেওড়াফুলি, তারকেশ্বর ও ব্যান্ডেলে পুনর্ব্যবহারের জন্য ব্যাপক প্লাস্টিক সংগ্রহের কাজ করা হযেছে যার পাশাপাশি আজিমগঞ্জে ৪-স্তরের বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিককে না বলুন সংক্রান্ত সচেতনতা অভিযান চালানো হয়।

যাত্রী ও যুবসমাজকে সচেতন করা এই উদ্যোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এসএসএনএফকে-র নেতৃত্বে জামালপুর স্টেশন এবং নিউ ফরাক্কা স্টেশনে যাত্রী সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালিত হয়। পাশাপাশি আরপিএফ এবং এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকেপিং ম্যানেজমেন্টের কর্মচারীরা ভাগলপুরের তাতারপুরের রাজকীয় উর্দু মধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেন। ভাগলপুর স্টেশনের নাথনগর প্রান্তের কাছে বিশেষ ট্র্যাক পরিষ্কার, রামপুরহাটের ক্লিনলিনেস টার্গেট ইউনিট এলাকায় পরিবেশ রূপান্তরের কাজ এবং বর্ধমান স্টেশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে স্যানিটেশন ব্যবসস্থাকে আরও জোরদার করা হয়। এই উদ্যোগগুলোর পিছনের মূল লক্ষ্য তুলে ধরে পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানান, সৃজনশীল স্ক্র্যাপ রূপান্তর, প্লাস্টিকের সুষ্ঠু পুনর্ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের মাধ্যমে পূর্ব রেল বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করছে, যাতে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং সত্যিকারের টেকসই রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়।

অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
CIN) NO: U74999DL2002PLC117052
এ-২৭০, ১ম ও ২য় তলা, ডিফেন্স কলোনি, নয়াদিল্লি - ১১০ ০২৪, ভারত
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড' (সুরক্ষিত ঋণদাতা বা ARC)-যারা নিচে উল্লিখিত তারিখে সম্পাদিত 'ঋণ হস্তান্তর চুক্তি'র মাধ্যমে 'এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড'-এর কাছ থেকে নিচে বর্ণিত ঋণ হিসাবগুলোর মালিকানা অর্জন করেছে-তারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাজামিনদারদের বরাবর SARFAESI আইন, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে 'দাবি-নোটিশ' জারি করেছে।এই নোটিশের মাধ্যমে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে তাদের সমুদয় বকেয়া দায় পরিশোধ করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনো প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে প্রদত্ত সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে, যার মধ্যে রয়েছে জামানত হিসেবে রাখা সম্পদ বা সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা।

ক্রম নং	ঋণ হিসাব নম্বর	ঋণগ্রহীতা(গণ) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ)-এর নাম	প্রদেয় অর্থ (₹)	তারিখ ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১	PR01208591	দিপালী অধিকারী মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী	১০,৭৮,২০৭ টাকা (দশ লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশ সাত টাকা মাত্র)	১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৬	সম্পত্তি বিয়ারিং হাউসের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল মৌজা- সোনারিয়া, জেএল নং ১০৬, তৌজি নং - ৩৮৯, আরএস নং -২৭, খতিয়ান নং ১২৭ (পুরানো), দাগ নং ৫৪৪,৫৫৯,৫৪৪৭৯৫,পিও-সোনারিয়া, পিএস -নোদাখালী, জেলা। - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পিন -৭৪৩৩৭৭। পূর্ব- ৬' প্রশস্ত ধলাই পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিম - খালি জমিশ্রী লক্ষ্মী কান্ত, উত্তর - ৮' ওয়াইড ধলাই কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- দোতলা বিল্ডিং স্বপন খারা।	৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫

উপরে উল্লিখিত অর্থরাশি প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নির্দেশিত তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় এর সাথে বকেয়া আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক মাশুল এবং আনুষঙ্গিক খরচও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, 'সুরক্ষিত পাওনাদার'-এর পূর্বানুমতি ছাড়া উপরে বর্ণিত 'সুরক্ষিত সম্পত্তি' কোনোভাবেই-যেমন-বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, চার্জ বা অন্য কোনো উপায়ে-হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা যাবে না। ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য 'SARFAESI Act, 2002'-এর বিধানাবলি মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হলো।কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুনঃ
ফোনঃ ০১১-৪৬৫৬২৫৮৪ । ইমেইলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

তারিখঃ- ২৯.০৯.২০২৬
স্থানঃ- পশ্চিমবঙ্গ

স্বাক্ষর /- অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(অ্যালকেমিস্ট XLVII ট্রাস্ট-এর অছি বা ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত) সুরক্ষিত ঋণদাতা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১১ আশ্বিন, ১৪৩৩

গঙ্গার ভাঙনে নবদ্বীপ

তিনটি প্রাচীন চিত্রে দেখা যায় নবদ্বীপের বিলুপ্ত এক মন্দির! তবে কি এখানেই ছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান? মহাপ্রভু যে নিমগাছের নীচে আবির্ভূত হয়েছিলেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় সেই বৃক্ষ থেকে তাঁর দারুময় মূর্তি নির্ম্মাণ করে বিগ্রহের নিত্য সেবা করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাবের পর মহাপ্রভুর ভক্ত, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির ঐ স্থানে একটি কালো পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করে উক্ত দারু বিগ্রহটি সেই মন্দিরে স্থাপন করেন। কালক্রমে মন্দিরটি গঙ্গার ভাঙ্গনে বিলুপ্ত হলে উক্ত শ্রীবিগ্রহ নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীকালে পুনরায় ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হয়ে ঐ স্থানে আবার চড়া পড়ে যায়, তখন পাইকপাড়া রাজপরিবারের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা বীর হাম্বিরের নির্মিত বিলুপ্ত মন্দিরের চিহ্ন স্বরূপ কয়েকটি কালো পাথর উদ্ধার করে (রাজা হাম্বির নির্মিত ঐ কালো পাথরের মন্দিরের একটি খণ্ড এখনও নবদ্বীপের মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত আছে) চড়ার সেই স্থানেই ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে ৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি নবরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মাণের কিছুকালের মধ্যেই ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগীরথীর ভাঙ্গনে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরও গঙ্গা গর্ভস্থ হয়। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গার জল কমে গিয়ে ঐ স্থানটিতে পুনরায় চড়া পড়ে গেলে, গঙ্গাগর্ভে মন্দিরটির কিছু ভগ্নাবশেষ জেগে উঠতে দেখা যায়। নবদ্বীপের পন্ডিত সমাজ ও জনসাধারণ গঙ্গাগর্ভে ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। জায়গাটি বর্তমানে নবদ্বীপের উত্তরদিকে অবস্থিত প্রাচীন মায়াপুর নামে পরিচিত। এই স্থানেই আনুমানিক ২০ হাত মাটির নীচে প্রোথিত রয়েছে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির, এমনটাই শুনতে পাওয়া যায়। ভাগীরথী ও জলঙ্গি নদীর সঙ্গমস্থলে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি যে সত্যিই ছিল তার স্বপক্ষে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সবচাইতে আশ্চর্যজনক বিষয় যে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনজন শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্রে সম্ভবত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম চিত্রটি জেমস মোফ্যা নামক একজন স্কটিশ শিল্পীর আঁকা। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মী ছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবদ্বীপের মন্দিরটির ছবি আঁকেন। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বিশালাকৃতি চতুস্কোণ মন্দিরের চূড়ায় বৃহৎ গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। পাশে একটি ছোট চারচালা মন্দির দৃশ্যমান। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড় দেখা যায়। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেনঃ "View of the large pagoda at Nuddea." অর্থাৎ, নদীয়ার বৃহৎ মন্দিরের দৃশ্য। যদিও এটাই যে গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির এমনটা তিনি বলেননি, তবে মন্দিরের গঠনশৈলী বাকি দুটি ছবির প্রায় অনুরূপ হওয়ায় এবং সেখানে শিল্পী একে গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির বলে উল্লেখ করায়, অনুমান করা যায় এটাও সেই একই মন্দির। দ্বিতীয় ছবিটি সীতারাম নামক একজন ভারতীয় শিল্পীর আঁকা। তিনি মাক্যুইস অফ হেস্টিংস, লর্ড ময়রা'র সফরসঙ্গী ছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ভাগীরথী নদীপথে বিহারের রাজমহল যাত্রাকালে তিনি মন্দিরটির ছবি আঁকেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেনঃ "Temple at Ram Chunderpore." অর্থাৎ, রামচন্দ্রপুরের মন্দির। এখানে উল্লেখ্য, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি রামচন্দ্রপুরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে নবদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত উক্ত স্থানটি রামচন্দ্রপুরের গঙ্গাচড়া নামে পরিচিত। তৃতীয় ছবিটি স্যার চার্লস ডয়লি নামক শিল্পীর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী এবং শিল্পী।

সতীনাথ ভাদুড়ী

কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী জন্ম ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সালে। তিনি অনেকগুলি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'চিত্রগুপ্ত'। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত জাগরী উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এর একটি বিশেষ স্থান আছে। ১৯৪৯-৫০ সালে প্যারিস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেন সত্যি ভ্রমণ কাহিনী (১৯৫১)। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে গণনায়ক (১৯৪৮), চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৯৪৯), ঢোঁড়াই চরিতমানস (২খন্ড, ১৯৪৯, ১৯৫১), অচিন রাগিণী (১৯৫৪), অপরিচিতা (১৯৫৪), সংকট (১৯৫৭) ও আলোক দৃষ্টি (১৯৬৪) উল্লেখযোগ্য। বিহারের জনজীবনের চিত্র সতীনাথের রচনায় দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। জাগরী উপন্যাসের জন্য তিনি প্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (১৯৫০) লাভ করেন। বিহারে পিতার কর্মস্থল পূর্ণিয়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ছিলেন পূর্ণিয়ার আইনজীবী। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ (১৯৩০) ও বিএল (১৯৩১) পাস করে পাটনায় ওকালতি করেন (১৯৩২-৩৯)। এরপর কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তিনি পূর্ণিয়ার জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি হন। ১৯৪০-৪১ ও ১৯৪২-৪৫ সালে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে তিনি ভাগলপুর জেলে আটক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন (১৯৪৮)। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলের ঠান্ডা মেঝেতে বসে ঘাড় গুঁজে একমনে কী যেন লিখে চলেছেন এক বন্দি। যে সে বন্দি নন, রাজবন্দি। জেলের ভেতরেও তিনি কড়া নজরদারিতে থাকেন। আগে একবার দলবল নিয়ে জেল ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। সেই স্মৃতি ঘাড়ের পাশে পুলিশের রুলের মোটা দাগ নিয়ে জেগে। কয়েক দিন আগেই তিনি জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তাঁকে একটি 'টি সেলে' পাঠিয়ে দেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

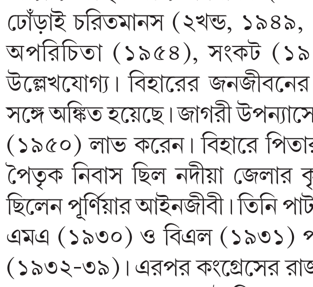

এই ভারতবর্ষ থেকে জীবনের প্রথম স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। 'জবা কুসুমাসং কাশ্যপেয়িং মহাদ্যুতিম'। মহা মন্ত্র এই ভারত থেকে উচ্চারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত ঙওয়ার খুবই প্রযোজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজকে রক্ষা করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শারীরিক শক্তি এবং মানসিক শক্তির জোগান দিয়ে থাকে মা। তিনি সন্তানদের দুসময়ের সাথী। তিনি আবার সন্তানদের সুসময়ের সাথী। তিনি যেমন সন্তানকে পতিপালন করার জন্য সব কিছু সহ্য করে নিজের কর্তব্য করে যান। কোনও ভাবে কাউকে ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে কাজ করে চলেন। নিজের সন্তানেদর জন্য জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেন। নিজের জীবন দিয়ে মা সন্তানকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠাকুরের নিজের কোনও সন্তান না থাকলেও তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে নিজের সন্তান রূপে পতিপালিত হতো। মা সরদা তাদের প্রতি যত্ন নিতেন। আসলে সবাইকে নিজের সন্তান রূপে গ্রহণ করতে কোনও বাধা ছিল না মা সরদার। তিনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা। তিনি সন্তান যেমন পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন। যাঁরা মায়ের এবং ঠাকুরের সম্মানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। ওরে, নরেন যা তোর দরকার সব কিছু মায়ের কাছ থেকে চাইবি। আমার কিছু দেওয়ার শক্তি নেই রে।

সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শহিদ ভগৎ সিং

রবীন্দ্রকুমার শীল

দেশের শক্তিশালী বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। গান্ধির নেতৃত্বে তখন কংগ্রেস অহিংসা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আন্দোলনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সমানের সারিতে এগিয়ে ছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। অন্য দিকে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় গোপনে। তার ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যেত। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতো। কংগ্রেস এবং বিপ্লবীদের দুই পথ ভিন্ন হলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই ধারা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতে জন জাগরণে এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গান্ধি-নেহরু এবং ভারতের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে থাকে তাহলে লালা হর দয়ালের গদর পার্টি এবং পরে ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপালবিকান আর্মি সহ আরও অগণিত সাহসী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগও একই রকম ভূমিকা পালন করেছিল। সবার লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব আগে বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল ত্রয়ী শক্তির কাছ থেকে। ইঁনারা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। আবার সেই সময়ে অনেক বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মধ্যে সক্রিয় ছিল। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে গান্ধি এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম স্মরণ করতে হয়েছিল। সেই মধ্যস্থতার বৈঠক হয়েছিল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া। চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে যুবশক্তিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ না করাতে পারলে বাংলায় অহিংসা বা সত্যাগ্রহ কিংবা অসহয়োগ আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি বিপ্লবীদের আহ্বান করলেন যে 'তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখুন আর আমাদের সঙ্গে যোগ দিন'। ডক্টর যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় গান্ধিজির সঙ্গে আলোচনা কবে ছিলেন। গান্ধির সঙ্গে কথা বার্তার শেষে গান্ধিজি বিপ্লবীদের কাছে আবেদন রাখেন যে তাঁরা যদি তাঁর পথকে নাও গ্রহণ করতে পারেন তাহলে বাংলা প্রদেশে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, যতক্ষণ না গান্ধি নিজের থেকে আন্দোলন থামিয়ে না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবীরা তাঁকে সাহায্য করে যাবেন। গান্ধিজি বাংলা সফর করে এসে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের অবজ্ঞা করে সেখানে কোনও আন্দোলন করা একেবারে অসম্ভব। সেই করণে তিনি বিপ্লবীদের কংগ্রেসের যোগদানের ব্যাপারটা নিরবে মেনে নিয়েছিলেন। প্রায় সব বিপ্লবী গোষ্ঠী কংগ্রেসে যোগ দেয়। সেই সঙ্গে বিপ্লবীরা গোপন সংঠনকেও শক্তিশালী করা কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি।

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে ব্রিটিশদের হাত থেকে কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে তা সহিংস না অহিংস তা নিয়ে বির্তক শুরু হয়। গান্ধিজি অবশ্য সহিংস আন্দোলনের বিরূদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনায়ক ছিলেন। ফলে তার মতামত বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তবে কংগ্রেসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন যাঁদের কাছে যুব সমাজ গুরুত্ব পেত। তারা জানতো যে কংগ্রেসের দলের মধ্যে যুব শক্তি বৃদ্ধি না হলে কংগ্রেসের আন্দোলন একেবারে ভেঙে পড়বে। দেশের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা রাখে যুব সম্প্রদায়। এদেরকে বাদ দিয়ে কোনও আন্দোলন সাফল্য লাভ হতে পারে না। এদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। কংগ্রেস মঞ্চে বিপ্লবীদের কাজকর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা হলেও দেখতে পাওয়া যেত বিভাজন রেখা এবং তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতৃত্বদের কথা বাদ দিলে কংগ্রেস কর্মীরা বিপ্লবীদের কাজকর্মের ওপরে সহানুভূতিশীল ছিল। গান্ধিজি এবং বিপ্লবীরা উভয় পক্ষই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। গান্ধির সংগ্রামের হাতিরায় ছিল অহিংস এবং সত্যাগ্রহ। অন্য দিকে বিপ্লবীদের মতে 'অহিংসা দর্শন হতাশা প্রসূত'। ১৯২০-২১ সলে গান্ধিজি তাঁর গণ আন্দোলন শুরু করার সময়ে তিনি বিপ্লবীদের কাছে এক বছরের জন্য তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার করার ব্যাপারে আবেদন করতে থাকেন। বিপ্লবরা তখন পুরো দমে প্রস্তুতি চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাকে প্রাপ্য সুযোগ দিতে বিপ্লবীরা তাদের লড়াই বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের লজ্জাজনক সমাপ্তি দেখে বিপ্লবীরা বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধিজিকে জানান, ' এখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই বিপ্লবীরা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। বস্তুত তারা এক বছরের জন্য নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বেশি নয়।' বিপ্লবীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধি তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে বিরূপ থেকে যান। তিনি একথাও বলেছিলেন যে ''বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব ও ভালোবাসা শুধু উদ্যোগের অপচয়ই নয়, অজ্ঞতা এবং বিপথে চালিত হওয়ার ফলে অন্য যেকোনও কার্যকলাপের তুলনায় এগুলি দেশের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে এবং করছে। কারণ বিপ্লবীরা দেশের প্রগতির গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে। সি. আর. দাশ গোপনাথ সাহার সাহস এবং আত্মত্যাগে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে জুন মাসে গান্ধিজির ইচ্ছায় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেখানে গোপীনাথের কাজকে ভুল পথে চালিত করে দেশপ্রেমের আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং এসব রাজনৈতিক হত্যাকে কংগ্রেসের মতবাদ পরিপন্থী বলে স্পষ্ট করে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে গান্ধিজি বিপ্লবীদের সঙ্গে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। কংগ্রেসের বেলগাঁও সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে গান্ধিজি বলেছিলেন 'বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য 'ক্রোধ ও অশুভ ইচ্ছার অপ্রকৃতস্থ চাপ, যা শুভ ইচ্ছা ও নম্রতা প্রসূত অহিংস কার্যকলাপের চাপের তুলনায় অনেক কম কার্যকরী।' বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বিপ্লবী মতবাদের পক্ষ সমর্থন করে গান্ধিজিকে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলন। তিনি পরিস্কার করে বলে ছিলেন গান্ধির দোষ হল 'তিনি স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে গোটা জাতিকে অহিংসার নীতি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করছেন।.. যে নীতি কিনা ভারতীয়দের পক্ষে ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়'। ভারতের স্বশাসন লক্ষ্যে গান্ধিজির ভাসাভাসা অবস্থানকে তীব্র আক্রমণ করেন শচীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন 'একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর অন্য জাতির সঙ্গে কোনও একটি সংঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এক ব্যাপার আর ব্রিটিশ স্বশাসিত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার'। বিপ্লবীরা যে ভারতবর্ষ দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তা কিন্তু পরবর্তী কালে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তখন বিপ্লবীদের চিন্তাধারা মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এসে উপস্থিত হল না। গান্ধিজি যে রকম স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সেই পথ ধরেই স্বাধীনতা ভারত লাভ করে। ভারতের বিপ্লবী সংগঠনগুলি এই রকম স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে জীবন দিতে আসেনি। বিপ্লবী চিন্তাধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত যেভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলো তার ফল আজও ভারতবাসীদের ভোগ করতে হচ্ছে। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধিকে বলেন যে '' ভারতবর্ষ যে অহিংসা কথা বলে তা অহিংসার জন্য অহিংসা নয়, বরং তা মানবতার মঙ্গলের জন্য অহিংসা, এবং মানবতার মঙ্গলের জন্য যদি হিংসা ও রক্তপাতের প্রয়োজন হয় যেভাবে অস্ত্রোপচারের জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন হয় সেভাবে রক্তপাত ঘটাতে দ্বিধা বোধ করবে না ভারতবর্ষ।''

ঠনঠনিয়াতে বহু বনেদি পুজোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'চন্দ্র বাড়ি'

দেবাশিস সমাজদার

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর কাছেই একটা ঘিঞ্জি গলি। গলির দুপাশে লোহা লক্কড়ের জিনিসপত্রের দোকান। তার মধ্যে দিয়ে দু'পা হাঁটলেই একটা চৌকো মতন ছাদওয়ালা ফাঁকা জায়গা। সেখানে অনেক গাড়ীও থাকে। সেটা পেরিয়ে গেলে পাওয়া যাবে একটা বাড়ীর সদর দরজা।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই চিচিং ফাঁক। ভুলে যেতে হবে বাইরের জগৎ। ভাবতে হবে এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা! আপনার সামনে তখন বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। অনায়াসে ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরী করা যায়। খালি জায়গার তিনদিকে দোতলা বাড়ী। আর ডান হাতে পাঁচ খিলান বিশিষ্ট উঁচু ভিতের ওপরে ঠাকুর দালান। যেখানে প্রতি বছর সাড়ম্বরে পারিবারিক চিরাচরিত প্রথা মেনে দুর্গাপুজো হয়। যদিও বাড়ী আর ঠাকুরদালানের সেই জৌলুস আজ অস্তমিত। তবুও আভিজাত্য আর বনেদীয়ানা আজও অটুট।

এই বাড়ীর দুর্গাপুজো শুরু করেন শ্রীনাথ চন্দ্র ১৮৫০ সালে। আগে এনারা থাকতেন ৩ নং ব্রজদুলাল স্ট্রীটে। এই বাড়ীর বর্তমান ঠিকানা ২২৪ নং বিধান সরণী। এনাদের পরিবারের আর একটি শাখা ২০ নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে বসবাস করেন। বাড়ীর অবস্থান ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর উল্টো দিকের রাস্তা। সেই বাড়ীর পুজো সুবল চাঁদ চন্দ্রের পুজো বা ঝামাপুকুর চন্দ্র বাড়ীর পুজো নামে খ্যাত। এই বাড়ীর প্রতিমাও হরগৌরী মূর্তি বা অভয়া মূর্তি। এখানে শিবের কোলে উমা। মা এখানে দ্বিভুজা। মায়ের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। মায়ের মুখমণ্ডলে কোনো উগ্রতা নেই। মমতাময়ী মায়ের ছাপ রয়েছে মুখে। মা এখানে অভয়দাত্রী। এখানে সিংহ নেই, অসুর নেই। মা এখানে শান্তি দায়িনী, বরাভয় প্রদায়িনী। এ বাড়ীর দুর্গা, বাড়ীর মেয়ের মতন। যেনো অনেক দিন পর মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এসেছে।

এ বাড়ীর পুজো শুরু হয় মহালয়ার পরের দিন থেকে। ষষ্ঠীর দিন নানা অলঙ্কারে মাকে সাজানো হয়। সপ্তমীতে কলাবৌ স্নান করানো হয়। মাকে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। ভোগে থাকে নারকেল দিয়ে তৈরী এক বিশেষ মিষ্টি। অষ্টমীর দিধ বাড়ীর সবাই উপবাস পালন করছ অঞ্জলি প্রদান করেন।

আর একটি বিশেষ প্রথা হল, একটা সিঁদুর দানীর মধ্যে একটা মোহর থাকে। সেটি সন্ধিপুজোর সময় মায়ের হাতের তালুতে রাখা হয়। পুজো শেষে মোহরটিকে আবার সিঁদুর দানীর মধ্যে রাখা হয়। এটি পারিবারিক সমৃদ্ধি ও উন্নতির প্রতীক বলে মনে করা হয়। আরো একটা

ব্যাপার হলো, সন্ধিপুজোর সময় কিছুক্ষণের জন্য মায়ের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়। দশভুজা মা দুর্গাকে স্মরণ করে মায়ের মূর্তির চালচিত্রে মায়ের দশভুজা রূপটা আঁকা থাকে। অষ্টমীতে ধুনো পোড়ানোর রীতি আছে। সেদিন বাড়ীর সধবা মহিলারা প্রতিমার দিকে মুখ করে, মায়ের সামনে বসে, মাথায় আর দুই হাতে গোলাকার সরা বা মাটির পাত্র নেন। তাতে থাকে ধুনো, শাল গাছের রজন। অনুষ্ঠানের সময় সেগুলো জ্বালানো হয়। মনে করা হয় এতে পরিবেশ পবিত্র হবে, যত অমঙ্গল বা নেতিবাচক বিষয় দূর হয়ে যাবে। তাছাড়া এতে মায়ের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে, যাতে, পরিবারের মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। পুজোর দশদিন বাড়ীর মহিলারা নাকে নথ পরেন। এবং ভোগ রান্নার দায়িত্ব পালন করেন।

দশমীর দিন বিসর্জনের সময় মাকে কাঁধে করে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুত্রবধূ ছাড়া বাকি সবাই খালি পায়ে গঙ্গার ঘাটে যান। তার আগে সবাই দধিকর্মা খেয়ে তবে বিসর্জনে অংশ নেন। তার আগে কণকাঞ্জলী অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

লতা মঙ্গেশকর মানেই হল ভারতের সুর সম্রাজ্ঞী

অনিকেত নস্কর

সুরসাধিকা লতা মঙ্গেশকরের জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সালে। অমিতাভ বচ্চন তার কণ্ঠকে তুলনা করেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগা যোগের মাধ্যম হিসেবে। ১৯৪৩

সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মারাঠি ছবি গজবহুর মাধ্যমে প্লেব্যাক জীবনের শুরু তাঁর। এরপর ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি ভাষায় গান গেয়েছেন তিনি। বাংলাতেও তিনি অনেক গান করেছেন। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বৌঠাকুরানীর হাঁট' চলচ্চিত্র। পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। এই ছবিতে দুখানি রবীন্দ্রসংগীত 'শাওন গগনে' এবং 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন দ্বিজেন চৌধুরী। ১৯৫৯ সালে সলিল চৌধুরীর পরিচালনায় কণ্ঠ দেন লতা মঙ্গেশকর। গানটি ছিল 'না যেওনা, রজনী এখনো বাকি।' সলিল চৌধুরীর সুরে এরপর অনেক জনপ্রিয় গান গেয়েছেন তিনি। তাঁর গাওয়া রঙ্গিলা বাঁশিতে, ও মোর ময়না গো, সাত ভাই চম্পা , এই গানগুলি এখনো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ভারত রত্ন পাওয়া তিনিই দ্বিতীয় সঙ্গীতশিল্পী। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'অফিসার দে লা দি'অনার' তাঁকে প্রদান করেছে সে দেশের সরকার। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গান রেকর্ড করার জন্য তাঁর নাম গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ স্থান পায়। এ সময় তিনি প্রায় ৩০, ০০০ গান রেকর্ড করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, বর্তমানে তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। কৃষ্ণপ্রেমে সমর্পিত লতাজি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা পাওয়াটাই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। মা একদিন বলেছিলেন, দুঃখ যতো বাড়ে, ততোই উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে শিল্প। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় এক অনুষ্ঠানে 'অ্যায় মেরি ওয়াতন কে লোগো' গানটা শুনে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অঝোরে কেঁদে ফেলে ছিলেন। একটি পত্রিকায় তিনি সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন। তা তুলে ধরা হল ঃ প্রশ্ন কিন্তু এখনও এক এবং অদ্বিতীয় লতা মঙ্গেশকার। ভারতীয় বিনোদন শিল্পের সবচেয়ে ক্ষমতাধর নারী। তাঁর একটি ইন্টারভিউ প্রকাশ হয়েছিল। তা এখানে তুলে ধরা হল।

উঃ সব ঈশ্বরের কৃপা আর আমার বাবা-মার আশীর্বাদ। প্রশ্ন আপনার ভাই বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ হৃদয়নাথের নামে প্রদানকৃত প্রথম পুরস্কারটি আপনার হাতেই এলো। অনুভূতি ব্যক্ত করুন। উঃ আমি গর্বিত। ওর কথা এলেই আমি খুব আবেগী হয়ে পড়ি। চার বছর বয়সে হৃদয়ের বৌন টিবি ধরা পড়ে। ওর দুটো পা অকেজো হয়ে গিয়েছিল। আমরা বোনেরা ওকে কোলে নিয়ে হাঁটতাম। ১৯৪৩ সালে একজন আদিবাসী বৈদ্য অলৌকিকভাবে ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেন। সেই হৃদয় আজ কত বড় হয়ে গেছে। শুধু বয়সেই নয়, খ্যাতিতেও। ১১ বছর বয়স থেকে ও আমার কাছ থেকে একটা কানা-কড়িও নিত না। বরং একটা সময় পর ওই সব বোনকে হাত খরচের টাকা দিত। ওর কাছ থেকে প্রথম পাই দেড় রূপি। আজ সেই আমাকে হাজার হাজার রূপি দেয়। হৃদয় আমার ছোট হলেও ওকে আমি গুরু মানি। আমি আমার সব ভাইবোনের জন্য অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি। মজার বিষয় এরা সবাই আমার চোখের সামনে বড় হয়েছে কিন্তু সাফল্য ও খ্যাতির জন্য আমার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র কোন সহায়তা চায়নি। মা আমার ভাই-বোন সবাইকে বুকে-পিঠে মানুষ করলেও ওদের লালন-পালনে আমারও কিছু অবদান আছে। ওরা তাই আমার কাছে সন্তানের মত।

প্রশ্ন ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কার কার সঙ্গে আপনি ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বা আছেন?

উঃ নার্গিস, মীনা কুমারী আর আমি খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমৃত্যু আমাদের মাঝে নিয়মিত যোগা যোগ ছিল। আরেকজন হচ্ছেন দেব আনন্দ যার সঙ্গে এখনও আমার প্রায়ই যোগাযোগ হয়। এছাড়া যশ চোপড়া, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জীব কোহলি আর দিলীপ কুমার আমার খুব পছন্দের ও পূজনীয় ব্যক্তি। দিলীপ সাহেবের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করলেও তার পক্ষ থেকে কেউ চাইত না যে আমার সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখুক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তিনি তার ছোট বোনটিকে ভুলে যাননি। আর সাম্প্রতিক সময়ের শিল্পীদের মধ্যে আনু মালিক আমাকে প্রায় ফোন করেন খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। এছাড়া আমির খান, সনু নিগাম, শঙ্কর মহাদেব আর হরিহরনের সঙ্গে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক।

প্রশ্ন আপনার সহকর্মীদের কথা মনে পড়েনা? উঃ ওহ! অনেক অনেক মিস করি তাদেরকে। কিশোরদা, মুকেশ ভাইয়া, রফি সাহেব, মদহ মোহন ভাইয়া, সলিল চৌধুরী, শঙ্কর জয়কৃষ্ণ, হেমন্ত কুমার আর নওশাদ সাহেবকে আমি খুব খুব মিস করি। প্রশ্ন রেকর্ডিংয়ের সময় আপনি খুব দ্রুত সুর ধরতে পারতেন বলে শুনেছি। উঃ আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ এই গুণটি আমাকে দেওয়ার জন্য। মজার কথা শুনুন। নওশাদ সাহেব আমাকে প্রায়ই বলেতেন 'সুরটা তুমি ধরে ফেলেছো। কিন্তু আমি চাই কাল এসে তুমি আবার মহড়া দাও।' প্রশ্ন কার সুরে গান করাটা আপনার কাছে কঠিন বলে মনে হয়েছে? উঃ সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের সুরে কাজ করতে গিয়ে আমি চিন্তায় পড়ে যেতাম। তার সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিলো এবং রেকর্ডিংয়ের সময়ও তিনি অনেক সহায়তায় করতেন। এছাড়া আমার ভাই হৃদয়নাথের সঙ্গে কাজ করাটাও চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রশ্ন একজন সুরকারের সঙ্গেই আপনি শুধু কাজ করেননি.. উঃ ও পি নায়ার। সে খুব নামী সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। কিন্তু তার ধারার সঙ্গে আমার স্টাইল মিলত না। উনি নিজেই এ কথাটি বলেছিলেন আর আমি মেনে নিয়েছিলাম। তবে জনসম্মুখে তিনি আমাকে এক নম্বর সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন আপনি এখানে কোন স্টাইলের কথা বলছেন? উঃ গিতা দত্ত, আশা ভোঁশলে যে ধরনের গান করতেন তা ঠিক আমার সঙ্গে যেতনা। নায়ার সাহেবের প্রথম ছবিতে আমার একটি গান করার কথা ছিলা । কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি গানের রেকর্ডিং বাতিল করি। আমার মনে হয় এ কারনে তিনি কিছুটা মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন। প্রশ্ন সঙ্গীত ছাড়া আর কোন বিষয়ে আপনি আগ্রহী? উঃ ফটোগ্রাফি। আমার ছবি তুলতে খুব ভালো লাগে। আমি রান্না করতেও খুব পছন্দ করি। সবাই আমার হাতের গাজরের হালুয়া খেতে ভালোবাসে। এছাড়া আমি বই পড়তেও খুব ভালোবাসি। নিজের রুমে যখন বই নিয়ে বসি, আমি যেন হারিয়ে যাই ভিন্ন কোন জগতে। প্রশ্ন নুতন কী ছবি তুললেন? উঃ আমি এখন আর ছবি তুলিনা। কারন ডিজিটাল ক্যামেরার ব্যাপার স্যাপার আমি বুঝি-সুঝিনা, মজাও পাইনা। আমার ভালো লাগে সাদা-কালো ছবি। প্রশ্ন তো পুরনো ক্যামেরা ব্যবহার করলেই তো পারেন? উঃ আমি পুরনো ক্যামেরা গুলো সব বিক্রি করে দিয়েছি। আজকাল কেউ এ ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে না। আমার মনে হয় না এ ক্যামেরাগুলোর মূল্য এখনকার সময় কেউ আর বুঝতে চাইবে। প্রশ্ন আপনি সব সময় লন্ডন কিংবা পুনেতে ছুটি কাটান কেন? উঃ আপনি কলাহপুরের কথা ভুলে গেছেন। ওখানেও আমার একটা বাড়ি আছে। মুম্বাইয়ের হট্টগোলে যখন একদম হাঁপিয়ে উঠি তখন ছুটে যাই কলাহপুরের এই বাড়িটিতে। এই তিনটি জায়গাই আমার জন্য একটু আলাদা এবং অসাধারন সব স্মৃতি বহন করে। তবে ব্যক্তিগত কিছু কারনে বেশ কয়েক বছর ধরে আমি লন্ডনে যাচ্ছি না আর। প্রশ্ন আপনি শচীন টেন্ডুলকারের খুব ভক্ত। পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার তার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'কন্ট্রভার্সিয়ালি ইউরস' এ লিখেছেন শচীন তার বল খেলতে ভয় পেতেন এবং তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে ম্যাচ জিতিয়ে আনার মানসিকতা ছিলে না। উঃ শচীনের অর্জনকে ছিনিয়ে নিতে পারবেনা।

স্কুল জীবন

শঙ্করলাল কর্মকার

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (মেন) স্কুলটি ১৮৬৪ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ও পরিচালনায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৯ সালে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী কলকাতায় 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ সালে বা ১৮৬১ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং একে এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন। ১৮৬৪ সালে এই বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন', যা পরবর্তীতে কেবল 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' নামে পরিচিত হয়। ১৮৭২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নিচেই কলেজ শাখা চালু হয়, যা পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে বিদ্যা সাগরের নামানুসারে বিদ্যাসাগর কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত ও স্টাফে গঠিত ভারতের প্রথম বেসরকারি কলেজ। সংযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গঞ্জ এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বাংলার বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রথম প্রধান শিক্ষক তবে সেই সময় ' ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে পরিচিত ছিল।

পরবর্তী সময়ে স্বামী বিবেকানন্দও এই স্কুলের সাথে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও বহু বিখ্যাত মানুষের ছাত্রাবস্থা কেটেছে এই স্কুলেই সেই ইতিহাস অনেকই জানেন। এমনকি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন মেনের সুপারিন টেন ডেন্ট বা প্রধান শিক্ষক, যিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ব্রজেনাথদে। ছাত্র জীবনে সেই ছবি আমাদের হেড স্যারের ঘরের বাইরে দেখেছি তবে সেই ছবি সংগ্রহে নেই। জানিনা সেই ছবি আর আছে কিনা ?

'অরাজনৈতিক আলোচনায়' জঙ্গিপুরের এনসিপিআই সংসদ ও বিজেপি বিধায়ক

মিঠুন হালদার, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ দু'জনেই জঙ্গিপুরের মানুষের প্রতিনিধি কিন্তু দু'জনের

রাজনৈতিক মতাদর্শ 'একসময়' যথেষ্টই আলাদা ছিল। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনেও একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্যও রেখেছেন। কিন্তু রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন সমীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল ত্যাগ করেছেন একাধিক জনপ্রতিনিধি। মমতা ব্যানার্জির হাত ছেড়ে কেউ নতুন রাজনৈতিক দলে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন আবার কেউ 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নামে নতুন রাজনৈতিক দল খুলে বসেছেন। এবার জঙ্গিপুরের তৃণমূল ত্যাগী এনসিপিআই সংসদ খলিলুর রহমানের সঙ্গে জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জির একটি ছবি ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ মমতা ব্যানার্জির হাত ছেড়ে নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপিআই -তে যোগদান করেছেন। তৃণমূল ত্যাগী সাংসদের মধ্যে অন্যতম মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। এনসিপিআই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন তাঁরা বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের সঙ্গে রয়েছেন। তবে মুর্শিদাবাদের তিন সাংসদ আবু তাহের খান, ইউসুফ পাঠান এবং খলিলুর রহমানের দাবি- না তারা বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন না এনডিএ জোটের সঙ্গে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে এক 'গোপন বৈঠকে' খলিলুর রহমান বসেছিলেন বলে রাজনৈতিক মহলের অভিযোগ। সূত্রের খবর গতকালই রঘুনাথগঞ্জের হিন্দু মিলন মন্দিরে খলিলুর রহমান এবং চিত্ত মুখার্জি বৈঠক করেন। যে বৈঠকের একটি ছবি ইতিমধ্যেই সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে (আজকাল ডট ইন এর সত্যতা যাচাই করেনি)। সূত্রের খবর দুই রাজনৈতিক নেতার মধ্যে সেখানে দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে তৃণমূল ত্যাগী এনসিপিআই সাংসদ খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা অস্বীকার করেননি জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি। তিনি বলেন, যে জায়গায় ওই বৈঠক হয়েছে আমি সেখানকার সভাপতি। তার পাশেই একটি শ্মশান ঘাট রয়েছে। দু'টো জায়গার উন্নয়ন নিয়ে আমার সঙ্গে সাংসদের আলোচনা হয়েছে। চিত্ত মুখার্জি দাবি করেন, দু'টো জায়গার উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে খলিলুর রহমান অর্থ বরাদ্দ করেছেন। বিধায়ক হিসেবে আমিও এই এলাকার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে চাই। সেই কারণে আমরা দুই জনপ্রতিনিধি একসঙ্গে বসে কিছু আলোচনা করেছি। আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনওরকম রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি। যদিও এনসিপিআই সাংসদ এবং বিজেপি বিধায়কের এই বৈঠক অরাজনৈতিক ছিল বলে মানতে রাজি নয় কংগ্রেস। দলের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আলফাজুদ্দিন বিশ্বাস বলেন, এনসিপিআই, এনডিএ জোটের শরিক, তার মানে বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে। এনসিপিআই সাংসদরা দিল্লি যাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করছেন, বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করছেন আর এখানে তাঁরা দাবী করছেন এনসিপিআই- এর লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে! এসব নাটক করে কী লাভ? মানুষকে কি তাঁরা বোকা ভেবেছেন? অন্যদিকে জঙ্গিপুরের এনসিপিআই সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক করার কোনও কারণ নেই। উনি বিধায়ক, আমি সাংসদ। আমরা দু'জনে উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছি।

চাঁচলে লিটনের বাড়িতে ইডি-র অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবারে সাতসকালেই চাঁচলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) প্রতিনিধি দলের এক আচমকা অভিযানে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। চাঁচলের মুলাইবাড়ি এলাকায় শফিকুল ইসলাম ওরফে লিটনের বাসভবনে ইডি অভিযান চালায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সাথে নিয়ে ইডি আধিকারিকরা সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ ওই বাড়িতে পৌঁছান এবং পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেন। ইডি সূত্রে জানা গেছে, একটি সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত আর্থিক প্রতারণা মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, শফিকুল ইসলাম ওরফে লিটনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণার বিপুল পরিমাণ টাকা লেনদেন করা হয়েছে। সাতসকালে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অভিযানের খবরে সমগ্র মুলাইবাড়ি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বাড়ির বাইরে কড়া নজরদারি চালাচ্ছেন এবং ইডি আধিকারিকরা ভেতরে নথিপত্র ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গেছে।

নডিহা বারোয়ারীর ১০০ বছরঃ টেরাকোটা ও খড়ের প্রতিমায় হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরানোর অঙ্গীকার

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ দেখতে দেখতে শতবর্ষে পদার্পণ করল পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী নডিহা বারোয়ারী সার্বজনীন দুর্গা উৎসব। শতত্তম বর্ষের

এই বিশেষ উদ্যাপনকে স্মরণীয় করে রাখতে মণ্ডপজুড়ে শুরু হয়েছে জোরকদমে প্রস্তুতি। তবে কেবল জাঁকজমক বা আলো ঝলমলে থিম নয়, হারিয়ে যেতে বসা বাংলার লোকশিল্প ও ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে পুজো কমিটি। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটি বা টেরাকোটার মন্দির স্থাপত্যের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে এবারের পুজো মণ্ডপ। আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ যে টেরাকোটা শিল্প বিলুপ্তির পথে, নতুন প্রজন্মের কাছে সেই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই কমিটির প্রধান লক্ষ্য। ইঁটের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ ও কারিগরি শিল্পে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পুরো মণ্ডপটি। মণ্ডপের পাশাপাশি বড় চমক রয়েছে প্রতিমাতেও। পুজো কমিটির সিদ্ধান্তে প্লাস্টার অফ প্যারিস বা কৃত্রিম উপকরণের পরিবর্তে মূল প্রতিমাটি তৈরি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ খড় দিয়ে। পরিবেশবান্ধব ও প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই অনন্য প্রতিমা নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শনার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। পুজো কমিটির কর্তারা জানিয়েছেন, এই শতবর্ষ উদ্যাপন কেবল একটি উৎসব নয়, বরং বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও জাগ্রত করার একটি প্রয়াস। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোর মাধ্যমে পুরুলিয়াবাসীকে নিজের শিকড়কে চেনা ও আগলে রাখার বার্তা দেওয়াই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য।

স্বচ্ছতা হি সেবা ও স্বচ্ছতা পক্ষওয়াড়া - ২০২৬

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত পালিত ''স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬''-এর অংশ হিসেবে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ''স্বচ্ছতায় অংশগ্রহণ স্বচ্ছ ভারত, বিকশিত ভারত'' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তাদের আওতাধীন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২৭.০৯.২০২৬ তারিখে রাঁচি ডিভিশন ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্থানগুলিতে একটি ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল রেলওয়ে চত্বরের পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি এবং এর ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা। রেলওয়ে কর্মী এবং অংশগ্রহণকারী দলগুলি স্থানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করে, জমে থাকা বর্জ্য অপসারণ করে এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে। আদ্রা ডিভিশন ২৭.০৯.২০২৬ তারিখে বেশ কয়েকটি স্টেশন এবং রেলওয়ের চত্বরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। পুরুলিয়া এবং জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে ছাত্রছাত্রী, রেলওয়ে কর্মী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা ছবি আঁকা, চিত্রাঙ্কন এবং পোস্টার তৈরির মতো সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশ নেয়। চক্রধরপুর ডিভিশনে ২৭.০৯.২০২৬ তারিখে রেলওয়ে ট্র্যাক, স্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকায় একটি ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের মূল বিষয় ছিল বর্জ্য অপসারণ, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং রেলওয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুসংরক্ষিত রাখা। খড়গপুর ডিভিশন জুড়ে ২৭.০৯.২০২৬ তারিখে বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঐতিহ্যবাহী স্টেশন, রেলওয়ে জাদুঘর, 'স্বচ্ছ আইকনিক সাইট' এবং পর্যটকদের ব্যাপক সমাগম হয় এমন স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও বিষয়ভিত্তিক প্রচারমূলক কার্যক্রম চালানো হয়। এছাড়া পাবলিক টয়লেট এবং কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স গুলিতেও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ডিভিশনই ঐতিহ্যবাহী স্থান, স্টেশন, রেলওয়ে ট্র্যাক এবং চত্বরে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমগুলি

স্বাস্থ্যবিধি, জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং টেকসই অভ্যাসের প্রচার ঘটায়। ছাত্রছাত্রী, রেলওয়ে কর্মী এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সামাজিক সম্পৃক্ততাকে আরও জোরদার করে তোলে।

পুজোর আগে শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র, সবুজ বার্তাও বিজেপির

রতন দে, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর গন্ধ বাতাসে। নতুন জামাকাপড়ের অপেক্ষায় যখন উৎসবের প্রস্তুতি তখন তপন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ৪৫ জন শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র।

শুধু পোশাক বিতরণেই থামেনি কর্মসূচি-সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে গাছের চারা পুঁতে দেওয়া হল পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও। বিজেপির তপন বিধানসভা ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে এই কর্মসূচি ঘিরে এমনই ছবি দেখা গেল সোমবার। শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করেন বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী-সহ দলের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় ও সুবোধ সরকার ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সম্পদ সিংহ রায়-সহ জেলা ও মণ্ডলের অন্যান্য পদাধিকারীরা। শারদীয়ার আগে এই উদ্যোগে এক দিকে শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা, অন্য দিকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা-দুই কর্মসূচি একসঙ্গে রাখা হয়েছিল বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। স্থানীয় দলীয় কর্মী-সমর্থকেরাও এ দিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE INVITING e-Tender No.: WBNKDA/25/EE-E/2026-27

Online percentage rate e-Tender has been invited for the following works: **Provision Street light alongwith Octagnal GI Pole and connected items to the Street No 518 at Action Area IIB at New Town Project Area..** Estimated Amount: **Rs.1,01,013.00** Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): **06/10/2026 upto 1.00 P.M.** Details available on Website: https://wbtenders.gov.in & www.nkdamar.org and the office notice board of NKDA

Executive Engineer (Electrical) New Town Kolkata Development Authority

Office of the Executive Officer Arambagh Panchayat Samity Arambagh, Hooghly

Notice Inviting E-Tender

E-Tender is invited vide NIT Ref. No. : **WB/HG/ARM/EO/ 15th CFC&SBM/2R1/26-27** for various const. works described in deatails available on Website : **https://etender.wb.nic.in** by two cover system upto **10:00 hrs.**, Dated : **03.10.2026.**

Sd/- Executive Officer Arambagh Panchayat Samity

Office of the Executive Officer Arambagh Panchayat Samity Arambagh, Hooghly

Notice Inviting E-Tender

E-Tender is invited vide NIT Ref. No. : **WB/HG/ARM/EO/ 15th CFC/4/26-27** for various const. works described in details available on Website : **https://etender.wb.nic.in** by two cover system upto **12:00 hrs.**, Dated : **05.10.2026.**

Sd/- Executive Officer Arambagh Panchayat Samity

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 585/PWD/ROAD/ BMC, Dated : 28/09/2026

e-Tender has been invited for Construction of drain with cover slab and improvement of road, at different locations within ward no. 4 Under BMC. For details, please follow **[Tender Id 2026_MAD_1043487_1]** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board.

Last Date of Bid Submission : 12/10/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/- Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সুদীপ পণ্ডিত, পিতা- শঙ্কর প্রসাদ পণ্ডিত, সাং-ডোমজুড়, ডোমজুড়, হাওড়া, নারনা মৌজায় অশোক চ্যাটার্জী দীগর থেকে অভিজিত ব্যানার্জী জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন, যাহার হাল দাগ ৫৩৪৬ যাহার আমমোক্তার নং- ১৯১২/২৬, যাহার দলিল নং-১৯৯৪/২৬ বর্তমানে আমি ক্রয় করে নাম খারিজের জন্য আবেদন জমা করেছি। উক্ত দাতাগনের যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানসহ বি.এল.এন্ড. এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER

NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e - Tender for the following: Tender ID(s): **2026_WBPWD_5075961_1, 2026_WBPWD_5075961_2 NIET No.: WBPWD/EE/HCD/ NITe-17 of 2026-2027**

Bid submission start date (online): **29.09.2026, 02:00PM**

Bid submission closing date (online): **12.10.2026, 02:00PM**

Corrigendum if any will be published in website only.

Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এইমর্মে বিজ্ঞপিত্ হইতেছে যে, শ্রীমতি রাধা ঝা স্বামী শ্রী রঞ্জিত ঝা। ঠিকানা D-২৪/৩, গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট, পোস্ট- সাপুইপাড়া, থানা-নিশ্চিদা, জেলা-হাওড়া-৭১১২২৭। গত ইংরাজি ১৪/০৭/২০২৬ তারিখে ০৫০২০৫৬৭১ নং দলিলমূল্যে (Additional District Sub- Register/ HOWRAH... রেজিস্ট্রি অফিস) শ্রী রাজনিশ মণ্ডল পিতা শ্রী মনোজ মণ্ডল, ঠিকানা গ্রাম ওপোস্ট- সাপুইপাড়া, থানা-নিশ্চিদা, জেলা-হাওড়া-৭১১২২৭ ও বিনা দেবী স্বামী শ্রী ধুরুপ মণ্ডল ঠিকানা-R.B.S.S সাহা রোড, নায়াতলা, মুন্দিচক, জগদীশপুর, ভাগালপুর, বিহার, পিন-৮১২০০১। কর্তৃক সম্পাদিত গত ইংরাজি ১৮/০৭/২০১৯ তারিখে ০৫৪৭/২০১৯ নং আমমোক্তারনামা (Additional District Sub- Register/HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত হাওড়া জেলার বালী জগাছা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/২০২৬/০৫০৩/৮৬৭১ নং মিউট্রেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর অপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস. ডি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও অমিশেলামিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ততথ্য সহ আপত্তি জমাদিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল- ব্লক:- উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ,মৌজা:-বালি, জে. এল. নং:- ১৪, রায়তের নামঃ-নারায়ণ দাস ধানুকা, খতিয়ান নং:-এল আর.-৩০৬০৩, দাগ নং:- এল আর-২৪৬০১, পরিমাণ নং :-০.০৩৩০ একর

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

ফোনঃ ০৩৩) ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন www.myhmc.in

পরিচ্ছন্নতা বিভাগ

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপতি

এইচ.এম.সি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিচে বর্ণিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

ক্রম. নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. এবং তারিখ	দরপত্র জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
০১.	এইচএমসি-এর অধীনে রিইনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট (গ্রেড-এম৩৫) ব্যবহার করে শিবপুর গঙ্গা ঘাটের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ।	43/Cons./26-27 তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬	০৮.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
০২.	এইচএমসি-র আওতাধীন বিভিন্ন স্থানে ভ্যাট / এসটিপি-র মেরামত ও পুনর্নির্মাণ।		
০৩.	২০২৬-২০২৭ সালের জন্য এইচএমসি-র ১ থেকে ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন গঙ্গা ঘাট ও ১০টি পুকুর থেকে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী ও জগদ্ধাত্রী প্রতিমার কাঠামো অপসারণ এবং প্রতিমা বিসর্জন ও পূজা-সংক্রান্ত যেসব সামগ্রী নদী ও পুকুরের ঘাটের পাশে ফেলা হয়, তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংগ্রহ, পরিবহন ও ডিটিজি-তে ডাম্পিং বা অপসারণ করা।		
০৪.	একটি ৬-চাকার ডাম্পার ট্রাক মেরামত।	45/Cons./26-27 তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬	০৩.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
০৫.	এইচএমসি-র ৯, ৩৮, ৪১, ৪৩ ও ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানের নর্দমা থেকে পলি বা বর্জ্য অপসারণ (তৃতীয়বার আহ্বান)।	44/Cons./26-27 তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬	০৮.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
০৬.	হাওড়া পৌরসংস্থার আওতাধীন এলাকায় দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্লিচিং পাউডার [IS: 1065:1989, Grade-I] ২৫ কেজির ব্যাগে ২,৪০০ ব্যাগ এবং হাইড্রেটেড লাইম (স্লেকেড লাইম), Grade-A [IS 1540 (Part 2) Latest]: ৫০ কেজির ব্যাগে ৪,৮০০ ব্যাগ সরবরাহ।	46/Cons./26-27 তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬	০৮.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত

দেখুন **https://wbtender.gov.in**
৭৮(৩)/২৬-২৭
২৮.০৯.২৬

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No- WB/DKM/Admin/e-NIT-27/2026-27, Tender ID-2026_MAD_5023061_1**

Bid Submission closing date (Online)- 05/10/2026 instated of 25/09/2026 and Bid Submission opening date (Online) - 07/10/2026 instated of 28/09/2026

Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for details visit: tenders.wb.gov.in

NIT-01/2026-27(3rd.Call)
Tender ID:
2026_ZPHD_5075777_1
2026_ZPHD_5075777_2
2026_ZPHD_5075777_3
Last Date and time 05/10/2026, 06:55 PM.

NIT-02/2026-27(2nd.Call)
Tender ID:
2026_ZPHD_5075774_1
2026_ZPHD_5075774_2
2026_ZPHD_5075774_3
2026_ZPHD_5075774_4
2026_ZPHD_5075774_5
Last Date and time 05/10/2026, 06:55 PM.

NIT-03/2026-27
Tender ID:
2026_ZPHD_5075783_1
2026_ZPHD_5075783_2
2026_ZPHD_5075783_3
Last Date and time 05/10/2026, 06:55 PM.

Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

ই-টেন্ডার নং.ঃ E-112-26-TADK-TSK, তারিখঃ 04.09.2026-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. - ০২

ই-টেন্ডার নং. **E-112-26-TADK-TSK**-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

কাজের নাম ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টিএডিকে-এর পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট -এর নিযুক্তি।

ফিল্ড-এর নাম	বিদ্যমান মূল্য	সংশোধিত মূল্য
টেন্ডার বন্ধ-এর তারিখ, সময়	২৮-০৯-২০২৬, ১৫.০০	০৬-১০-২০২৬, ১৫.০০

বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **https://ireps.gov.in** দেখুন।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার /ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড

CIN: L24230WB1982PLC034492

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ইমেলঃ investors@adinathbio.com, ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com
টেলিফোনঃ +৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৮

ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা সকল শেয়ারহোল্ডারকে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/ 2026 অনুযায়ী, ১ এপ্রিল ২০১৯-এর পূর্বে কেনা বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ (কাগজের সনদযুক্ত শেয়ার)-এর হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ সময়সীমা চালু করা হয়েছে। উল্লিখিত বিশেষ সুবিধাটি সেইসব বদলির আবেদনের জন্যও প্রযোজ্য হবে, যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্র বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে তা প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল অথবা যার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এই বিশেষ সময়সীমা বা 'উইন্ডো'-র প্রযোজ্যতা সংক্রান্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সেবি সার্কুলারে স্পষ্ট করা হয়েছে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রদত্ত এই বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি সার্কুলারটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.adinathbio.com-এ পাওয়া যাবে।

তাছাা।, এইভাবে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজগুলো অবশ্যই শুধুমাত্র ডিমেট পদ্ধতিতে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য এগুলোর ওপর 'লক-ইন' বা বিধিনিষেধ বলব থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিজগুলো অন্য কারো কাছে হস্তান্তর, এগুলোর ওপর কোনো দাবি বা অধিকার আরোপ কিংবা বন্ধক রাখা যাবে না।

যোগ্য বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)- মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (M/s. Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.)-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০৫৯ ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০ ইমেইলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com

শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য-যেমন প্যান, ইমেইল আইডি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক সংক্রান্ত বিবরণ-হালনাগাদ করে নেন। শেয়ার যদি ডিমেট আকারে থাকে তবে ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট -এর কাছে এবং যদি ফিজিক্যাল বা কাগজের আকারে থাকে তবে আরটিএ -এর কাছে এই তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা investors@adinathbio.com-এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /- সুনীল কুমার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN: 07777351

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)(Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/390 (1st Call)
Name of the work: **Seal coating at P.C. Connector in patches from 4 No. Bridge to E.M. Bypass under BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,89,923.00 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/301 (1st Call)
Name of the work: **Washing and colouring of kerb and railing at Acharya Jagadish Chandra Bose Road from the Xing of B.C. Road to Park Street in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,227.24 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/302 (1st Call)
Name of the work: **Washing and colouring of kerb and railing at A.J.C. Bose Road from the Xing of D.L. Khan Road to Lee Road, in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,334.50 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/391 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Mirania Road at and around Premises No.-1007 in Ward No.-66 under BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,991.12 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/304 (1st Call)
Name of the work: **Washing and colouring of kerb and railing at A.J.C. Bose Road from Hestings More to Hospital Road Xing in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,92,466.71 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/300 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Dr. B. N. Dey Road and G. J. Khan Road in patches in Ward No.-66 under BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,991.27 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/303 (1st Call)
Name of the work: **Washing and colouring of kerb and railing at Acharya Jagadish Chandra Bose Road from the Xing of Pretoria Street to Rawdon Street in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,388.84 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/336 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at Raja Manindra Road (in patches) in Ward No.-03 and 04 under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,92,188.42.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/335 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at Ramkrishna Ghosh Road (in patches) in Ward No.-02 under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,91,670.31.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/244 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes at Raja Manindra Road, K.C. Ghosh Road and surrounding areas under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,854.93.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(11) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/334 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at Bhupen Bose Avenue (in patches) in Ward No.-08 under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,86,829.35.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/380 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads at 57/2, 2/4 EK Dalia Road, 37 SPM Road etc. under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,659.04.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(13) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/379 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads at 59 Ballygunge Circular Road, 22 Gurusaday Dutta Road etc. under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,157.12.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(14) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/378 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at Syed Amir Ali Avenue from 7 Point to Ballygunge Phary under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,730.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(15) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/377 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at Gariahat Road from Golpark to Ballygunge Circular Road Crossing under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,118.04.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(16) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/376 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at Southern Avenue from Golpark to SPM Road (Southern Flank) under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,314.81.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(17) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/375 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at Southern Avenue from SPM Road to Golpark (Northern Flank) under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,551.35.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(18) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/374 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at Sarat Bose Road from Southern Avenue to Binay Bose Road Crossing under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,958.96.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(19) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/372 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at R.B. Avenue from Bijon Setu to Purna Das Crossing under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,334.71.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(20) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/371 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at A.T.M. Road from Exide Crossing to Jatin Das Park under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,907.03.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(21) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/370 (1st Call)
Name of the work: **Washing and painting of kerb and railing at S.P.M. Road from Rail Bridge to Hazra Crossing under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,038.28.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(22) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/342 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads at 17, ATM Road and others under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **1,49,849.20.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(23) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/946 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road surface at Gobinda Bose Lane in Ward No.-71, under BR-IX.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,785.09 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(24) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/187 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads (Portions) at C.G.R. Road, Satya Doctor Road etc. (in patches) by laying hotmix under BR-IX.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,369.05 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(25) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/344 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Burdwan Road (Portion) by providing interlocking concrete blocks at the Jn. of New Road and adjacent area in Ward No.-74 under BR-IX.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,491.78 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(26) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/346 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged portion at D.H. Road from Loyla High School to infront of Saini Chemists (63 D.H. Road) under BR-IX.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,299.99 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(27) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/766 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road surface at Paharpur Road near Premises Nos. N-9, N-13/B, N-34, N-56 etc. in Ward No.-133, BR-XV.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,379.93 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(28) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/130 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads (Portions) in patches at Dr. A.K. Road, River side Road and surrounding area by laying hotmix under BR-XV.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,374.11 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of all bids: **06.10.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7) and 09.10.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 8 to 28).** The bid forms and other details are available on and from: **29.09.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 11); 28.09.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 12 to 22) and 30.09.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 23 to 28).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 28).**

The Director General (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/345
Name of the work: **Repairing of Burdwan Road (Portion) by providing interlocking concrete blocks at the Jn. of Alipore Road (Fowra More), infront of 6, 8/3 Burdwan Road and adjacent areas in Ward No.-74 under BR-IX.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,739.23 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid(s): **09.10.2026 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 (12 Noon)** in the website: **https://wbtenders.gov.in**

(545/26-27)

উন্নত ও রোগমুক্ত আলুবীজের জন্য নির্ভর করতে হয় ভিন রাজ্যের উপর

আলুবীজে আর ভরসা নয় বাইরের রাজ্যে, বাংলাতেই গবেষণা ও উপাদনের উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আলু উৎপাদনে দেশের অন্যতম প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু উন্নত ও রোগমুক্ত আলুবীজের জন্য এখনও অনেকটাই নির্ভর করতে হয় ভিন রাজ্যের উপর। সেই নির্ভরতা কমিয়ে এবার আলুবীজ উপাদনে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে এগোতে চাইছে বাংলা। রাজ্যেই উন্নতমানের, রোগমুক্ত আলুবীজ উৎপাদন এবং তার গবেষণার পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষকদের কাছে উন্নত বীজ সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, তেমনই কমতে পারে উৎপাদন খরচ। বাড়তে পারে আলুর উপাদনশীলতা এবং কৃষকদের আয়ও। এই উদ্যোগে প্রযুক্তিগত সহায়তা নেওয়া হবে হিমাচল প্রদেশের শিমলায় অবস্থিত আইসিএআর-সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিপিআরআই-এর। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় আলুবীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র বা মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই সমঝোতার ভিত্তিতেই এবার বাংলায় আলুবীজ গবেষণা ও উৎপাদনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সিপিআরআই-এর ডিরেক্টর ড. ব্রজেশ সিং জানিয়েছেন, উন্নতমানের আলুবীজ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে হাইটেক বীজ উৎপাদন, টিস্যু কালচার এবং অ্যারোপনিক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর ও রোগমুক্ত রোপণ সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব। এই প্রযুক্তিগুলির যথাযথ প্রয়োগ হলে আলুর উৎপাদন এবং গুণমান-দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটতে পারে। একই সঙ্গে কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আয় বৃদ্ধির পথও তৈরি হতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং জলবায়ুর কথা মাথায় রেখে আলুবীজ নিয়ে গবেষণা করা হবে। প্রাথমিকভাবে গবেষণার কাজকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ-এই দুই ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দুই অঞ্চলের মাটি, আবহাওয়া এবং কৃষি পরিস্থিতি এক নয়। তাই স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলুবীজের জাত এবং উৎপাদন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করা হবে। এর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল বা টিম গঠন করা হবে বলেও জানিয়েছেন সিপিআরআই-এর অধিকর্তা। একসময় পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি আলুবীজ আসত হিমাচল প্রদেশ থেকেই। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই সরবরাহ ব্যবস্থা পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে রাজ্যের আলুচাষিদের প্রয়োজনীয় আলুবীজের একটি বড় অংশ পাঞ্জাব থেকে আসে। ফলে ভিনরাজ্য থেকে বীজ আনার ক্ষেত্রে পরিবহণ খরচ যেমন যুক্ত হয়, তেমনই সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরতাও তৈরি হয়।

রাজ্যেই যদি উন্নতমানের আলুবীজ উৎপাদন করা যায়, তাহলে সেই অতিরিক্ত পরিবহণ খরচ অনেকটাই কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বীজ উৎপাদন করা গেলে কৃষকদের সময়মতো বীজ সরবরাহ করাও সহজ হবে। এর ফলে আলুচাষের সামগ্রিক খরচ কমানোর পাশাপাশি উৎপাদন পরিকল্পনাতেও সুবিধা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আলুচাষে উন্নত ও রোগমুক্ত বীজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। অন্যান্য অনেক ফসলের মতো আলু সাধারণত প্রচলিত অর্থে বীজের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় না কন্দ বা উদ্ভিজ্জ প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন গাছ তৈরি করা হয়। এই কারণে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। ফলে স্বাস্থ্যকর রোপণ সামগ্রী ব্যবহার না করলে রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে এবং উৎপাদনশীলতা কমে যেতে পারে। এই কারণেই রোগমুক্ত ও উন্নতমানের আলুবীজকে টেকসই আলুচাষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে যদি বাংলাতেই এমন বীজ তৈরি করা যায়, তাহলে কৃষকদের উন্নত মানের রোপণ সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে। পাশাপাশি আলুর গুণমান এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সম্ভাবনাও তৈরি হবে। পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান আলু উৎপাদক রাজ্য হওয়ায় এই উদ্যোগের গুরুত্ব আরও বেশি। রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কৃষক আলুচাষের সঙ্গে যুক্ত। ফলে বীজের মান, উৎপাদন খরচ, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং ফলনের মতো বিষয়গুলির সরাসরি প্রভাব পড়ে কৃষকদের আয়ে। সিপিআরআই-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় রাজ্যেই আলুবীজের গবেষণা ও উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠলে দীর্ঘমেয়াদে ভিন রাজ্যের উপর নির্ভরতা কমানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে বাংলার জলবায়ুর উপযোগী জাত উদ্ভাবন ও উন্নত করার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। এখন লক্ষ্য একটাই-শুধু আলু উৎপাদনে নয়, উন্নত আলুবীজের ক্ষেত্রেও বাংলাকে আরও স্বনির্ভর করে তোলা। গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বীজ উৎপাদনের এই পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, তার উপরই নির্ভর করবে রাজ্যের আলুচাষে আগামী দিনের পরিবর্তনের অনেকটাই।

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে যদি বাংলাতেই এমন বীজ তৈরি করা যায়, তাহলে কৃষকদের উন্নত মানের রোপণ সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে।

বিরিয়ানি, মিষ্টি ও ভাজাভুজি, পুজোর ৫ খাদ্যাভ্যাসে বাড়তে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলস

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ দুর্গাপুজো মানেই প্যান্ডেল হপিং, রাত জাগা এবং উৎসবের নানা খাবারের স্বাদ নেওয়া। কলকাতার পুজোয় বিরিয়ানি, মিষ্টি, তেলেভাজা এবং অন্যান্য মুখরোচক খাবার যেমন উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি দীর্ঘক্ষণ হাঁটা, ভিড় ও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এবং অনিয়মিত টয়লেট ব্যবহারের অভ্যাস অনেকের হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যথায় সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে পছন্দের খাবার খাওয়া সাধারণত সমস্যা তৈরি করে না। তবে নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস থেকে হঠাৎ কয়েক দিনের জন্য বেশি চর্বিযুক্ত ও কম আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত জল না পান করা এবং মলত্যাগের স্বাভাবিক অভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এর ফলে আগে থেকেই থাকা পাইলস বা এনাল ফিশারের উপসর্গ ও বেড়ে যেতে পারে। ড. আজহার আলম, সিনিয়র কন্সালট্যান্ট - কলোরেক্টাল সার্জারি এবং হেড - ইনস্টিটিউট অব কোলোরেক্টাল সায়েন্সেস, আরজি হস্পিটালস, কলকাতা, বলেন যাদের আগে থেকেই পাইলস রয়েছে, তাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত। কয়েক দিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে ব্যথা, চুলকানি, ফোলা বা রক্তপাতের মতো উপসর্গ আরও বেড়ে যেতে পারে। তবে মলত্যাগের সময় প্রতিবার রক্তপাত হলেই সেটিকে পাইলসের কারণে হয়েছে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। মলে টাটকা রক্ত, বারবার রক্তপাত, অকারণে ওজন কমে যাওয়া, দীর্ঘ স্থায়ীভাবে মলত্যাগের অভ্যাসে পরিবর্তন বা তীব্র ব্যথা হলে নিজে থেকে চিকিৎসা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ১. বিরিয়ানি ও কম আঁশযুক্ত খাবার অতিরিক্ত খাওয়া উৎসবের খাবারে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, মাংস ও চর্বির পরিমাণ বেশি হলেও শাকসবজি, ফল ও গোটা শস্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এর ফলে অন্ত্রের স্বাভাবিক গতিবিধি ধীর হতে পারে। মল শক্ত হয়ে গেলে মলত্যাগের সময় অতিরিক্ত চাপ দিতে হয়, যা মলদ্বারের শিরায় চাপ বাড়িয়ে পাইলসের সমস্যা বাড়াতে পারে।

২. অতিরিক্ত মিষ্টি ও চিনিযুক্ত খাবার খাওয়া কলকাতার মিষ্টি পুজোর আনন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার ফলে খাদ্য তালিকায় আঁশসমৃদ্ধ খাবারের পরিমাণ কমে যেতে পারে। তাই মিষ্টি সম্পূর্ণ বাদ না দিয়ে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া এবং পাশাপাশি ফল, শাকসবজি ও গোটা শস্য থেকে পর্যাপ্ত আঁশ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

৩. সারাদিন ভাজা ও তেলযুক্ত খাবার খাওয়াঃ তেলেভাজা, ফ্রাই এবং অন্যান্য তেলযুক্ত খাবার বারবার খেলে খাবার হজমের জন্য ভারী হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে খাদ্যে আঁশের পরিমাণ কম এবং পর্যাপ্ত তরল না খেলে এটি হজমের অস্বস্তি ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়াতে পারে।

৪. প্যান্ডেল ঘোরার সময় পর্যাপ্ত জল না খাওয়াঃ দীর্ঘ সময় বাইরে থাকা, হাঁটাহাঁটি করা এবং ঘাম হওয়ার কারণে শরীরে তরলের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে। শরীরে জল কমে গেলে কোলন মল থেকে বেশি জল শোষণ করে নিতে পারে, ফলে মল শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং তা বের করতে অসুবিধা হতে পারে।

বিজয় সরকারের প্রকল্প ঘিরে বিতর্ক

চেন্নাই, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ সরকারি হাসপাতালে সন্তান জন্ম দিলেই নবজাতকের হাতে উঠবে এক গ্রাম সোনার আংটি। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়ের সরকার সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, মাদুরাইয়ের সরকারি রাজাজি হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করল ‘ থাঙ্গা মোথিরাম থিট্টাম’ বা ‘ সোনার আংটি’ প্রকল্প। এই প্রকল্পে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা মায়েদের সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া সন্তানদের জন্য ২২ ক্যারেটের এক গ্রাম সোনার আংটি দেওয়া হবে। প্রকল্পটির আওতায় ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেক যোগ্য নবজাতক এই সুবিধা পাবে। প্রথম সন্তান বা পরবর্তী সন্তান-জন্মের ক্রমের উপরও কোনও বিধিনিষেধ রাখা হয়নি। সরকারি হাসপাতালে প্রসব করানো এবং তামিলনাড়ুর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়াই মূল যোগ্যতার অন্যতম শর্ত। সংশ্লিষ্ট মাকে রাজ্যের গর্ভাবস্থা ও শিশু পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় নথিভুক্ত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিচয় ও আবাসিক নথি জমা দিতে হবে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে বছরে প্রায় ৭.৮ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪.২ লক্ষ, অর্থাৎ প্রায় ৫৩ শতাংশ প্রসব সরকারি হাসপাতালে হয়। সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ানো এবং আরও বেশি পরিবারকে সরকারি হাসপাতালে প্রসব করাতে উৎসাহিত করা। পাশাপাশি, প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসুরক্ষার উপরও জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। তামিল সংস্কৃতিতে ‘থাইমামান বা মামার ভূমিকার সঙ্গে নবজাতককে উপহার দেওয়ার একটি ঐতিহ্য জড়িত। সেই সাংস্কৃতিক রীতিকেই প্রকল্পটির ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছে বিজয় সরকার। সরকারের বক্তব্য, নবজাতক ও মাকে সম্মান জানাতেই এই প্রতীকী উপহার দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য বছরে ৭৫৫.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তামিলনাড়ু সরকার। পুরো এক বছরে প্রায় ৪.৪১ লক্ষ এক গ্রাম ওজনের সোনার আংটি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১.২৮ লক্ষ আংটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি আংটিতে আলাদা সিরিয়াল নম্বর থাকবে এবং তা ট্যাম্পার-প্রুফ প্যাকেটে দেওয়া হবে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে। এই সুবিধা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ২২ জুন ২০২৬-কে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হিসেবে ধরা হয়েছে। ওই দিন বা তার পর সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া যোগ্য শিশুরাও প্রকল্পের আওতায় আসবে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর এবং নয়াদিল্লি রেলওয়ে বোর্ডের অতিরিক্ত সদস্য (মানব সম্পদ) শ্রী প্রভাস পি. পান্ডের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ফিতা কেটে নবনির্মিত কর্মচারী কল্যাণ পরিদর্শক দপ্তরসেলের উদ্বোধন করছেন রেল কর্মচারীরা।

মোদিজির গ্যারান্টি পূরণের প্রতিশ্রুতি

১-র পাতার পর-কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে প্রভাব পড়ছে এটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে। আমাদের পজিটিভ চিন্তাভাবনায় ধ্যান দিতে হবে নেগেটিভ চিন্তাভাবনা দূরে রাখতে হবে।'' তাঁর সংযোজন, ''একটা সময় ছিল বিহার-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের জন্য আসতো। পশ্চিমবঙ্গের দিকে আগে দেশের লোকের নজর ছিল। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছে আশা করছি আমরা একটা ভাল কাজ করতে পারব। ৬,৭০০টি কোম্পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে গত কয়েক বছরে। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বিনিয়োগের জন্য কাজ করছেন, আমাদের সরকার সব রকম ভাবে চেষ্টা করবে। আজকের যুবসমাজ ‘জব ক্রিয়েটর’। ভারতের যুবসমাজের যে শক্তি আছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তা আছে।'' ভারত-ব্রাজিল ফ্রেন্ডলি ম্যাচ সম্পর্কে তিনি বলেন, ''আগে জানলে ব্রাজিলের খেলার দিনে প্রোগ্রাম সাজাতাম। ক্রীড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাণ। ক্লাব হাউজ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ক্লাব হাউজের যে অবস্থা হয়েছে তার জন্য আমরা লজ্জিত। এটা পুনর্জাগরণ হবে।'' বক্তব্যের একদম শেষ দিকে যুবসমাজের প্রতি তাঁর পরামর্শ, ''যুবসমাজকে নিরাশা থেকে বার করে আনতে হবে। শর্টকাট থেকে সরে আসুন, দূরদর্শী চিন্তাভাবনা করুন। জীবনে শর্টকাট থেকে সরে এসে শুরু করুন, তাহলে দ্রুত সফলতা পাবেন। যা স্বপ্ন রয়েছে সেই স্বপ্ন নিয়ে কাজ করলে তাহলেই সাফল্য মিলবে।''

‘এটা তো উপনির্বাচন’

১-র পাতার পর- শুনানির তারিখ এগিয়ে আনতে রাজি হয়নি। প্রধান বিচারপতি বলেন, মামলা ৫ অক্টোবর শোনা হবে। সম্প্রতি, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা একটি হলফনামায় জানা গিয়েছে যে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ২৭ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ২২ লক্ষেরও বেশি ভোটার তাদের বাদ পড়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আপিল করেছেন। বাদ পড়া ভোটারদের করা আবেদনের পরিসংখ্যানটি বেশ চমকপ্রদ, বিশেষ করে এই কারণে যে, এসআইআর যাচাই পর্বে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই এই দাবি ও আপত্তিগুলির নিষ্পত্তি করে ফেলেছিলেন। হলফনামায় বলা হয়েছে, অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ১৬.১০ লক্ষ আবেদন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল যে ট্রাইব্যুনালগুলিতে মোট ৩৮.৩১ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ১৯টি ট্রাইব্যুনাল মাত্র ১,২৬,১৯৪টি আবেদনের নিষ্পত্তি করেছে।

নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

১-র পাতার পর-হয়েছেন। ফলে বিষয়টি হালকা ভাবে দেখার সুযোগ নেই বলেই আদালতে সওয়াল করেন তিনি। আইনজীবীর বক্তব্য, একজন প্রধান বিরোধী দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেকের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে জেড প্লাস নিরাপত্তা তিনি পেতেন, নির্বাচনের পরে তা কেন তুলে নেওয়া হল, সেই প্রশ্নও আদালতের সামনে তোলা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি জরুরি বলে উল্লেখ করে মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন করেন অভিষেকের আইনজীবী। বর্তমানে অভিষেকের সঙ্গে কয়েক জন হাউস গার্ড ছাড়া কোনও নিরাপত্তা বাহিনী নেই। তাই বিষয়টি দ্রুত আদালতের নজরে আনা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন অভিষেকের আইনজীবী। তবে আদালত সোমবারই মামলাটির দ্রুত শুনানির আর্জি গ্রহণ করেনি। বিচারপতি কৃষ্ণ রাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আদালত জানিয়েছে, আগামী ৬ অক্টোবর মামলাটির শুনানি হবে। উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেও একাধিক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। চলতি বছরের আগস্টে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআর সংক্রান্ত মামলায় ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কোনও আইনি পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দেয়।

এনসিপিআই নিয়ে ফের সুর চড়ালেন অধীর

১-র পাতার পর-থাকে, যদি সংসদের অধ্যক্ষ পদ বলে কিছু থাকে, কোনও ভাবেই এই সব সাংসদদের আবার নতুন করে নির্বাচনে দাঁড়াতে বাধ্য না করে এমনই তাঁদেরকে সাংসদ পদ উপভোগ করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় বলে আমি মনে করি।'' আসন্ন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে শরিকদল হিসেবে এনসিপিআই বিজেপির হয়ে ভোট চাইবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। এর প্রেক্ষিতে আগেই তাঁদের দলীয় অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন অধীর। তিনি বলেন, ''ওরা বিজেপির ঘরজামাই। তাই তাদের তো আদর-খাতিরদারি হবেই হবে! ঘরজামাইকে কি খাতির না দিয়ে উপায় আছে?'' এনসিপিআই নেতৃত্ব ও দলীয় সাংসদদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদকে নিশানা করে আরও কড়া ভাষায় তোপ দাগেন অধীর। দলের একের পর এক নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের দলবদলের ইতিহাসকে তুলে ধরে তিনি বলেন, ''এদের কোনও রাজনৈতিক জাত আছে না চরিত্র আছে? এরা হল বিশুদ্ধ ধান্দাবাজ। শুধু একটাই লক্ষ্য-কীভাবে একটু ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করা যায়! তাই কখনও এ দল, কখনও সে দল, আবার কখনও অন্য দল করে সবসময় ক্ষমতার কাছাকাছি বা ধান্দার দলে নাম লেখাতে হয়। যেখানে ক্ষমতার সুযোগ মিলবে, এরা সেখানেই দৌড়াবে। এদের দল পাল্টালে সাধারণ মানুষের কিছুই যায়-

ঋত-শিবিরের ১০ বিধায়কের পদ খারিজ

১-র পাতার পর-এবং রাজ্যসভার বর্ষীয়ান সাংসদ কপিল সিবাল। মামলাটির শুনানি শেষে বিচারপতিরা সরাসরি হস্তক্ষেপে অনীহা প্রকাশ করে জানান, বিধায়কদের পদ খারিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আইনানুগ অধিকার স্পিকারের কোর্টেই ন্যস্ত। দলত্যাগ বিরোধী আবেদনের তিন মাসের বিধিবদ্ধ সময়সীমা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যেই বিধানসভার স্পিকারকে এই আর্জির ফয়সালা করতে হবে। আদালতের এই রায় প্রসঙ্গে আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''শীর্ষ আদালত মামলাটির নিষ্পত্তি করে স্পিকারকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দিয়েছে। আবেদন পেশের পর তিন মাসের যে আইনি সময় থাকে, সেই হিসাব মেনেই ৮ অক্টোবরের মধ্যে বিধানসভার স্পিকারকে এই ১০ জন বিধায়কের ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে।''

পুরভোটেও নেই ‘জোড়াফুল’!

১-র পাতার পর-বিধানসভা কেন্দ্র এবং অসমের নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মনোনয়ন ঘিরেই সমস্যাটি জরুরি হয়ে ওঠে। রেজিনগরে একই দলের প্রার্থী হিসেবে দু'জন মনোনয়ন জমা দেন। অরূপ রায়ের স্বাক্ষরিত ‘ফর্ম বি’ নিয়ে মনোনয়ন দেন সফিউজ্জামান শেখ। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন নিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন রবিউল আলম চৌধুরী। নন্দীগ্রামেও একই পরিস্থিতি। অরূপ রায়ের অনুমোদিত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন এহতেশমুল হক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত ‘ফর্ম বি’ নিয়ে প্রার্থী হন সঞ্চিতা প্রধান দে। অসমের নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদিত তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন আব্দুল সালাম। একই দলের নাম ও প্রতীক দাবি করে প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ায় রিটার্নিং অফিসারদের সামনে জটিলতা তৈরি হয়। কার ‘ফর্ম বি’ বৈধ এবং কে তৃণমূলের সরকারি প্রার্থী - সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য নন্দীগ্রামের মমতা-পন্থী প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। ওই আসনে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেঘ কাটিয়ে ফিরল রোদ

১-র পাতার পর-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই পূর্বাভাস। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই বৃষ্টির বিস্তার বা তীব্রতা খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কলকাতার আকাশও আপাতত স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে। সোমবার মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। আগামী চার থেকে পাঁচ দিনে শহরে বৃষ্টির প্রবণতাও আরও কমতে পারে। তবে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় ভ্যাপসা ভাব থেকেই যাবে। সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৩২.৪ ডিগ্রিতে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৬৮ থেকে ৯৮ শতাংশের মধ্যে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার তাপমাত্রা ২৭ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। এ দিকে, দেশজুড়েও বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্ষা বিদায়ের রেখা ইতিমধ্যে পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ, রাজস্থান হয়ে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমেছে। বাংলাতেও তাই ধীরে ধীরে শরতের চেনা আবহাওয়া ফিরছে।সব মিলিয়ে পুজোর মুখে আপাতত বড় বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। মেঘের আড়াল সরিয়ে রোদ উঠতেই তাই স্বস্তি ফিরেছে বঙ্গবাসীর মুখে। তবে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নতুন নিম্নচাপের গতিপথের দিকে নজর থাকবে হাওয়া অফিসের।

মহারাষ্ট্রে মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের জন্য প্রথম ইস্পাতের সেতু স্থাপন

নয়াদিল্লি,২৮ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রে মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের জন্য প্রথম ইস্পাতের সেতু স্থাপনমহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডি এলাকার ডিভ-আঞ্জুর গ্রামে এনএইচ-৩ (নাসিক হাইওয়ে)-এর ওপর মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের জন্য ১,৪০৫ মেট্রিক টন ওজনের এবং ১০০ মিটার দীর্ঘ একটি ইস্পাতের সেতু স্থাপন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এটিই প্রথম ইস্পাতের সেতু।এই সেতুটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এটি স্থাপনের স্থান থেকে প্রায় ১,৩০০ কিলোমিটার দূরে তামিলনাড়ুর ত্রিচিতে একটি কারখানায় তৈরি (ফ্যাব্রিকেট) করা হয়েছিল। কাঠামোটি ট্রেলারে করে মহারাষ্ট্রে আনা হয় এবং স্থাপনের আগে নির্দিষ্ট স্থানে জোড়া লাগিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এই সাফল্য দেশের অন্যতম প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত রেল প্রকল্পের জন্য জটিল অবকাঠামোগত উপাদান তৈরি, পরিবহন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতাকেই তুলে ধরে। নির্মাণ বা তৈরির প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট নকশা, ড্রয়িং এবং স্পেসিফিকেশন বা নির্দেশিকা মেনে নিখুঁতভাবে কাটা, ড্রিলিং, ওয়েল্ডিং এবং রং করার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তৈরির কাজে ব্যবহৃত ইস্পাতের প্রতিটি ব্যাচ আল্ট্রাসোনিক টেস্টিং -এর মধ্য দিয়ে যাচাই করা হয়েছে। এই কাজের সাথে যুক্ত ওয়েল্ডার এবং সুপারভাইজাররা আন্তর্জাতিক ওয়েল্ডিং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রত্যয়িত ছিলেন। প্রকল্পটি ভারতের ক্রমবর্ধমান নিজস্ব প্রযুক্তিগত ও বস্তুগত সক্ষমতাকে তুলে ধরে এবং দেশের দ্রুতগতির রেল অবকাঠামো উন্নয়নে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে। নির্মাণস্থলে, ২২টি স্কিড ব্যবস্থা এবং ৫৪,০৭৬টি 'টর-শিয়ার টাইপ হাই স্ট্রেংথ বোল্ট' ব্যবহার করে মাটি থেকে প্রায় ১৭.৫ মিটার উঁচুতে অস্থায়ী কাঠামো বা ট্রেস্টলের ওপর ১০০ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি জোড়া লাগানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রিমা নস্কর, স্বামী – সুপ্রিয় মণ্ডল ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৪০৬ নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৩৯২১/২৫নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (রঞ্জিত কুমার দাস) দলিল দ্বারা মৌজা-ধাড়সা (৩৬), হাল- ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৮৯৫নং, খতিয়ান, সাবেক ৪৭৫নং ও হাল-৪৮৫নং দাগে মোট ৩.৫৭ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

NAME CHANGE

I, Rabiul Islam Biswas son of Late Md Sowkat Ali Biswas @ Saokataali Biswas resident of Vill.- Kajirati, P. O. - Rajendrapur, P. S. - Matia , Dist. - North 24 Parganas, shall henceforth be known as " MD ROBIUL ISLAM son of LATE MD SOWKAT ALI BISWAS" vide an affidavit before the Chief Judicial Magistrate, North 24 Parganas, Barasat on 17/08/2026 .

NAME CHANGE

I, Mehrul Islam S/o Md Nur Islam Sardar, resident of Vill. & P. O. - Paschim Madhyampur, P. S. - Basirhat, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal - 743429 do hereby declare that I have changed my name from Mehrul Islam to MD MEHRUL ISLAM and henceforth I shall be known as MD MEHRUL ISLAM in all purpose, vide affidavit number 46764/26 sworn before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas, on 28/09/2026 MD MEHRUL ISLAM and Mehrul Islam both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, Ataur Rahaman, S/O. Chhapiuddin Miah, residing at Vill. Moamari, P.O. Baghroa, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That my father's full,good and correct name is Chhapiuddin Miah, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20160985112, Wherein my father's name has been recorded as Safiuddin Miah. That Chhapiuddin Miah and Safiuddin Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.57, Date . 28/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Shyamal Barman, S/O. Harishchandra Barman , Residing at Vill. Bharali, Sitai, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736167. That my father's full, good and correct name is Harishchandra Barman, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20050927331, Wherein my father's name has been recorded as M C Barman. That Harishchandra Barman and M C Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 54, Date . 28/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Sanjay Debnath, S/O. Jatin Debnath, Residing at Ward No 06, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar,Pin Code. 736101.That My father's full, good and correct name is Jatin Debnath, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20120865199, Wherein my father's name has been recorded as Jatindra Debnath. That Jatin Debnath and Jatindra Debnath, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 55, Date . 28/9/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Md Oliullah Molla(old name) S/o-Chhapatulla Molla residing at Vill-Mankara, P.O.-Balarampur, P.S.-Berhampore, Dist.-Murshidabad, Pin-742165 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Md Oliullah Molla to Oliulla Molla(New Name) and henceforth I shall be known as Oliulla Molla(New Name) vide an affidavit no. 2880 sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 25/09/2026. Md Oliullah Molla and Oliulla Molla is same and one identical person.

NAME CHANGE

I,SARJINA KHATUN, W/O ANJARUL SHAIKH, D/O LATE AJIJUL SEKH, OF VILL. & P.O. SALIGRAM, P.S. NAKASHIPARA, DIST. NADIA, PIN - 741154 (W.B.), DO HEREBY SOLEMNLY DECLARE THAT MY FATHER'S ACTUAL NAME IS AJIJUL SEKH, AS RECORDED IN HIS DEATH CERTIFICATE(REG. NO. HATI-I/108/2014, DATED 19.05.2014). HOWEVER, HIS NAME APPEARS AS AYJEL SK IN MY WBBSE ADMIT CARD (REG. NO. 2142-152508) AND PAN CARD (NO. OQZPK4221A). AJIJUL SEKH AND AYJEL SK REFER TO ONE AND THE SAME IDENTICAL PERSON, AFFIRMED VIA AFFIDAVIT BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE 5TH COURT (1ST CLASS) AT KRISHNAGAR, NADIA AFFIDAVIT VIDE NO 28 DATED 21/04/2026.

NAME CHANGE

I, BISWAJIT DEBNATH S/O RABINDRA NATH DEBNATH VILL RAJBERIA P.O. BALIA P.S CHAKDAHA DIST NADIA W.B PIN 741223 MY SON'S AADHAAR CARD HIS NAME RECORDED AS SUMIT BALA AFFIDAVIT BY A.C.J.M. (1ST CLASS) KALYANI ON 10/4/26 MY SON SUMIT DEBNATH S/O BISWAJIT DEBNATH AND SUMIT BALA S/O BISWAJIT BALA IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON. MY SON'S ACTUAL NAME IS SUMIT DEBNATH.

NAME CHANGE

I, SHAYBA SARDAR (old name) W/o-SUSHIL SARDAR resident of Dosara Bhagaban pur Pochimpara. House no-N0009 P.o- Nimpith P.s- Joynagar Dist-South 24 pargans, Pin- 743338 West Bengal,do here by declare that I have changed my name from SHAYBA SARDAR (old Name)to SHAIBYA SARDAR (New name)and henceforth I shall be known as SHAIBA SARDAR in all purpose ,vide affidavit No 29 sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/09/2026. SHAYBA SARDAR(OLD NAME) and SHAIBYA SARDAR(NEW NAME)both are same and one identical person .

NAME CHANGE

I,Aswani Kumar Singh (Old Name),S/O Gajendra Bahadur Singh , Residing at 144 Dakshin Dari Road,Kolkata,Pin-700048, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Aswani Kumar Singh (Old Name) to Aswani Singh (new name) and henceforth I'll be known as Aswani Singh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 28/09/2026. Aswani Singh (New Name) and Aswani Kumar Singh (Old Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, BEBI DAS (old name) D/o- Rajesh Das residing at 247H/16, Maniktala Road, Kolkata, PIN-700054 W.B, do hereby declare that I have changed my name from BEBI DAS to KIRON DAS(New Name) and henceforth I shall be known as KIRON DAS(New Name) vide an affidavit no. 19670 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 18/09/2026. BEBI DAS and KIRON DAS is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gouri Ray(old name) W/o- Dharmendra Shaw residing at 1 Tiljala Road, Gobinda Khatick Road, S.O. Kolkata-700046 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Gouri Ray to Gouri Shaw(New Name) and henceforth I shall be known as Gouri Shaw(New Name) vide an affidavit no. 20259 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 5th Court, 1st Class at Sealdah dated 28/09/2026. Gouri Ray and Gouri Shaw is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rob Sekh, S/O Late Arman Sekh, resident of Vill: Bogtui, PO + PS: Rampurhat, Birbhum, West Bengal. My son's name is Saptarshi Saikh. My actual name is Rob Sekh. But Rab Sekh is written in my voter card. My name is Rob Saikh in my son's voter card. I declare that Rob Sekh and Rab Sekh, Rob Saikh and Rob Sk both are same and one identical person as per vide Affidavit No. 25584 of Rampurhat Lt Executive Magistrate Court dated 13.08.2026.

র‍্যাগিং, মাদক ও সাইবার অপরাধ রুখতে পূর্বস্থলী আইটিআইয়ে সচেতনতা শিবির

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্বস্থলী-২ সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজ) পড়ুয়াদের মধ্যে র‍্যাগিং, মাদকাসক্তি এবং সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হল। পূর্বস্থলী থানার উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় 'Anti-Drug Cyber Security Awareness Seminar'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী থানার আইসি-সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিনের সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যাগিংয়ের ক্ষতিকর প্রভাব এবং তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে সচেতন করা হয়। একইসঙ্গে মাদকাসক্তি কীভাবে একজন পড়ুয়ার ভবিষ্যত, শিক্ষা ও স্বাভাবিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, সেই বিষয়েও সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বর্তমানে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ নিয়েও পড়ুয়াদের সতর্ক করা হয়। অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য, পাসওয়ার্ড, ওটিপি বা গুরুত্বপূর্ণ নথির তথ্য অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ার না করা, সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক না করা এবং প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের জানানো হয়, র‍্যাগিং, মাদক সংক্রান্ত কোনও ঘটনা কিংবা সাইবার প্রতারণার মতো সমস্যার মুখোমুখি হলে ভয় না পেয়ে দ্রুত অভিভাবক, শিক্ষক অথবা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সচেতনতা ও সতর্কতাই এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেও জানানো হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও পড়ুয়াদের নিরাপদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। এদিনের এই সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি নেশামুক্ত, র‍্যাগিংমুক্ত, সাইবার সচেতন এবং নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতেও এই ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার দুই

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল ঝাড়গ্রাম জেলার একটি থানার পুলিশ। ধৃতেরা হল ইস্তিয়াক আহমেদ ও শেখ রাকিব। দু'জনেই দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং নাবালিকার একই স্কুলে পড়ে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগ, ২০ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটি নির্জন জায়গায় ধর্ষণ করে ওই দুই যুবক। পরে আরও তিন যুবক সেখানে পৌঁছায়। পাঁচ জন মিলে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নাবালিকার বাবার অভিযোগ, পূর্বপরিচয়ের সূত্রে ওই দুই যুবক ২০ সেপ্টেম্বর নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে দু'জনে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এর পর আরও তিন যুবক সেখানে পৌঁছে ঘটনায় যুক্ত হয়। ঘটনার ভিডিয়োও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ঘটনার পরে নাবালিকা বাড়ি ফিরে ভয়ে প্রথমে কিছু জানায়নি। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন থাকলেও পরিবারের সদস্যদের সে পড়ে গিয়ে চোট পাওয়ার কথা বলে। পরে অসুস্থ বোধ করায় পরিবারের কাছে পুরো ঘটনা জানায়। এর পরেই রবিবার সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই রাতেই ইস্তিয়াক আহমেদ ও শেখ রাকিবকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকি তিন অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়েছে। পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে। ঘটনায় গণধর্ষণ ও পকসো আইনের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃত দু'জনকে পকসো আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, রবিবার ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদেরও দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

প্রশাসনের উপর ভরসা ছেড়ে নিজেদের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ প্রশাসনের আশায় বসে না থেকে গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে সংস্কার হলো দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা। বছরের পর বছর কাদা আর জমা জলে পারাপারের দুর্ভোগ সইতে সইতে অবশেষে নিজেরাই কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন গ্রামবাসীরা। চাঁদা তুলে, শ্রম দান করে চলাচলের যোগ্য করে তুললেন গ্রামের প্রধান ঢোকার পথ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বান্দোয়ানের গুঁড়ুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাঁদড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, চাঁদড়া স্কুল মোড় থেকে গ্রামের ভিতরে ঢোকার প্রায় ৫০ মিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে ছিল। স্থানীয়দের দাবি, বিগত ১০ বছর ধরে এই রাস্তার কোনো সংস্কার হয়নি। সামান্য বৃষ্টি হলেই পুরো রাস্তা কাদা ও জল জমে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠত। গাড়ি বা মোটরসাইকেল দূরের কথা, হেঁটে চলাচলেও চরম বিপদের মুখে পড়তে হতো বাসিন্দাদের। প্রায়শই ঘটত দুর্ঘটনা। বারবার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি। ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করায় অবশেষে সোমবার সকালে একজোট হন গ্রামবাসী। নিজেদের মধ্যেই চাঁদা সংগ্রহ করে আনা হয় প্রায় ১০০ ট্রাক্টর ইটের টুকরো। উদ্যোগী হিতেশ্বর মাহাতো, ভাগ্যধর মাহাতো, শ্রাবণ সিং ও গুরুপদ মুর্মুরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্ভোগ সহ্য করতে করতে আমরা ক্লান্ত। বর্ষায় কাদা পেরিয়ে হাঁটাও যেত না। তাই আর কারো আশায় বসে না থেকে নিজেদের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে রাস্তাটি সারিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। গ্রামবাসীদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ যেমন এলাকায় নজির গড়েছে, তেমনই প্রশাসনিক উদাসীনতা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। মাত্র ৫০ মিটার একটি কাঁচা রাস্তা সারাইয়ের জন্য যদি গ্রামবাসীর ১০ বছর অপেক্ষা করতে হয়, তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ব্যবস্থা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে-এখন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মুখে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/৩৯ তারিখঃ ২৪.০৯.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ **ক্যাটালগ নং. পিইউবি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-৩৯; অকশনের শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টায়। **এসইকিউ নং.; লট নং. এবং বিবরণ যথাক্রমেঃ এএ/১;** এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-আরপিএইচ-ভিইআরজিএন-৩০-২৫-১(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্টেশনে ভার্টিক্যাল গার্ডেন); হাওড়া ডিভিশনের রামপুরহাট এবং সাঁইথিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকার বাগান সৌন্দর্যবর্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাইসেন্সধারীর খরচে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ব্যবস্থাসহ তিন (০৩) বছরের জন্য চুক্তি প্রদান। **এএ/২;** এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এইচডব্লিউএইচ-ভিইআরজিএন-৩১-২৫-১(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্টেশনে ভার্টিক্যাল গার্ডেন); হাওড়ার অবনী মলের কাছে ফোরশোর রোডের পার্শ্ববর্তী বাগানটির সৌন্দর্যবর্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাইসেন্সধারীর খরচে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ব্যবস্থাসহ তিন (০৩) বছরের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/১; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এইচডব্লিউএইচ-এমইডিএসটিএন-৪০-২৬-২**(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মেসিসহ জরুরি চিকিৎসা কক্ষ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে চুক্তি প্রদান। **এবি/২;এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এইচপিএল-এমইডিএসটিএন-৯৬-২৬-১**(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের হরিপাল রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে মেডিকেল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৩; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এসআইইউ-এমইডিএসটিএন-৯৭-২৬-১**(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের সিঙ্গুর রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে মেডিকেল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৪; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এনকেএল-এমইডিএসটিএন-৯৮-২৬-১** (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের নালিকুল রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে মেডিকেল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৫; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-বিডব্লুএন-এমইডিএসটিএন-১০১-২৬-১**(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্টেশনে চিকিৎসা সুবিধা); হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে মেডিকেল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসি/১; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-বিএইচপি-এসটিজিইএন-৪৭-২৬-১**(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্ট্যাটিক জেনারেল); হাওড়া ডিভিশনের বোলপুর রেলওয়ে স্টেশনে দশ (১০) বছরের মেয়াদে রিটেইল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এডি/১; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এইচডব্লিউএইচ-মবস্টোর-৩৮-২৫-১**(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-মোবাইল ও অ্যাক্সেসরিজ কিওস্ক); হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সে মোবাইল ও অ্যাক্সেসরিজ কিওস্ক স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিন (০৩) বছরের মেয়াদে চুক্তি প্রদান। সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-354/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এনএফআর স্টেশন ও রেলওয়ে চত্বরে পানীয় জলের গুণমান কঠোরভাবে পরীক্ষা করে প্রতিটি ফোঁটা নিরাপদ নিশ্চিত করার উদ্যোগ

মালিগাঁও, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রী ও কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুস্থতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তাদের স্টেশন এবং রেলওয়ে চত্বরে জলের গুণমান পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম জোরদার করেছে। এই চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে, যাত্রীদের ব্যবহারের স্থানগুলি থেকে নিয়মিত পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত নিরাপত্তা মানদণ্ড মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সেগুলির ওপর সুশৃঙ্খল ভৌত, রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়াজনিত পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই উদ্যোগের আওতায়, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রধান স্টেশন থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভৌত ও রাসায়নিক মাপকাঠি বা প্যারামিটারগুলোর ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে ওয়েটিং হল এবং যাত্রীদের ব্যবহারের অন্যান্য স্থান থেকে সংগৃহীত জলের নমুনায় পিএইচ, ঘোলাটে ভাব, মোট খরতা, নাইট্রেট, আয়রন, অবশিষ্ট মুক্ত ক্লোরিন, ক্লোরাইড, ক্ষারত্ব, ফ্লোরাইড এবং ক্যালসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভৌত-রাসায়নিক উপাদানগুলো পরীক্ষা করা হয়। এই মাপকাঠিগুলো পানীয় জলের রাসায়নিক ভারসাম্য, খনিজ উপাদান, স্বচ্ছতা, জীবাণুমুক্তকরণের কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা যাচাই করতে সহায়তা করে। ফ্লোরাইডের মাত্রা নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা নিশ্চিত করা হয় এবং পর্যাপ্ত অবশিষ্ট মুক্ত ক্লোরিনের উপস্থিতি কার্যকর জীবাণুমুক্তকরণ ও জলবাহিত দূষণ থেকে সুরক্ষার ইঙ্গিত দেয়। পরীক্ষিত নমুনাগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্ধারিত সীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে পাওয়া গেছে পাশাপাশি অণুজীবজনিত দূষণ শনাক্ত করতে এবং জলবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পরীক্ষাও করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জল সংরক্ষণের ট্যাঙ্কগুলো নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার পাশাপাশি ওয়াটার কুলার, পাইপলাইন, কল এবং জল সরবরাহের অন্যান্য পরিকাঠামোর সুশৃঙ্খল পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। কোনো ত্রুটি বা সমস্যা শনাক্ত করতে এই সুবিধাগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনে দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের ব্যাপক ও ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এনএফআর-এর নেটওয়ার্কজুড়ে যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের সুবিধা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করে। এই নিবি। পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম জলের গুণমানে কোনো বিচ্যুতি থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত করতে এবং তাৎক্ষণিক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নেটওয়ার্কজুড়ে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে।

শ্রী তুলসি অনলাইন.কম লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৯৯৯৯৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫৫৭৬

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪ নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৬২৪৭১৭

ইমেলঃ investors@shreetulsionline.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.shreetulsionline.com

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং H0/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর প্রেক্ষিতে সকল শেয়ারহোল্ডারকে জানানো যাচ্ছে যে, ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে কেনা বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ-এর হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে **৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা স্পেশাল উইন্ডো চালু করা হয়েছে। নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে পূর্বে দাখিল করা সত্ত্বেও যেসব হস্তান্তরের আবেদন বাতিল বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল অথবা প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও এই বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া যাবে।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজগুলো বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট আকারে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের লক-ইন মেয়াদের আওতাভুক্ত থাকবে। এই লক-ইন মেয়াদের সময় উক্ত সিকিউরিটিজগুলো হস্তান্তর, লিয়েন-মার্ক বা বন্ধক রাখা যাবে না। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট-মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করতে। ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০ ০৫৯ ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০ ইমেইলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com। অথবা তাঁরা investors@shreetulsionline.com ঠিকানায় কোম্পানিকে ইমেইল করতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, শেয়ারগুলো যদি ডিম্যাট আকারে থাকে তবে তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে, অথবা যদি ফিজিক্যাল আকারে থাকে তবে আরটিএ-এর কাছে তাঁদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্যাদি (প্যান, ইমেল আইডি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ সমেত) আপডেট করে নিন।

শ্রী তুলসি অনলাইন.কম লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিনোদ কুমার বোথরা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০০৭৮০৮৪৮

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬

এসআই প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এসআই প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে সোমবার কৃষ্ণনগর জেলা কালেক্টরেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাল নদীয়া উত্তর জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি-সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং বহু কর্মী-সমর্থক এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেন। কালেক্টরেটের সামনে জমায়েতের পর মিছিল করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। কংগ্রেসের বক্তব্য, ভোটের আগে শুরু হওয়া এসআই প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁদের আপত্তি রয়েছে। দলের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার জেরে বহু মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভ সভায় কংগ্রেসের এক নেতা দাবি করেন, দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই ঘটনাকে সামনে রেখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়েও সরব হয় কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্বে থাকা নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ পদে থেকে তিনি মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর অবিলম্বে অপসারণ এবং গ্রেফতারের দাবি জানানো হয় বিক্ষোভ সভা থেকে। এদিনের মিছিল থেকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান ওঠে। পাশাপাশি বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও স্লোগান দিতে দেখা যায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের। জেলা কালেক্টরেট চত্বর কিছু সময়ের জন্য রাজনৈতিক স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের কোনও প্রক্রিয়ায় যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। যাঁদের নাম কোনও কারণে বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম ফের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থাও করতে হবে। দলের বক্তব্য, ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। নদীয়া উত্তর জেলা কংগ্রেসের পাশাপাশি দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতারাও এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বহু কর্মী-সমর্থক। বিক্ষোভ সভায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জোরালো ভাবে তোলা হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও গরমিল থাকলে তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে। যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবিও জানানো হয়েছে। সেই দাবিকে সামনে রেখেই কৃষ্ণনগরে এদিনের কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 50/Q of 2026-27

N.W- Temporary lighting arrangement, Hiring of DG Set & Air conditioning machine for Programme at Birsingha Bhagabati Vidyalaya (H.S.) Ground, Ghatal, Paschim Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. on 30th September 2026.

Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days.

During office hours & from website: **www.pwdwb.in**

Last dt. application: 29.09.2026 upto 03.30 P.M.

Last dt. permission: 29.09.2025 upto 04.00 P.M.

Last dt. Of receiving quotation: 29.09.2026 upto 04.30 P.M.

Dt. of Opening: 29.09.2026 at 05.00 P.M.

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur
Electrical Division,
P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 51/Q of 2026-27

N.W- Temporary security lighting arrangement & Hiring of DG Set for Helipad Ground at Birsingha Bhagabati Vidyalaya (H.S.) Ground, Ghatal, Paschim Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. on 30th September 2026.

Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days.

During office hours & from website: **www.pwdwb.in**

Last dt. application: 29.09.2026 upto 03.30 P.M.

Last dt. permission: 29.09.2025 upto 04.00 P.M.

Last dt. Of receiving quotation: 29.09.2026 upto 04.30 P.M.

Dt. of Opening: 29.09.2026 at 05.00 P.M.

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur
Electrical Division,
P.W.Dte.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :-

NIT No. : EE-III/30/008/26-27

Name of work **: Restoration of Asphaltum Road surface excavated by W.S Department at 18/1/3, Sirgurudas Road, 91A, Dhan Devi Khanna Road, 61, Dhan Devi Khanna Road and different places in Ward No.30.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.1,80,972.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.10.2026 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Tender **: 12.10.2026 after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **29.09.2026 - 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/XIII/122/09/26-27 (1st Call)

Name of work **: Maintenance of road with Hot-Mix works at different places of K.K. Road, Boroda Sarani, Sukanta Pally, Promod Nagar etc. in Ward No.122, Br-XIII.** Work Value **: Rs.2,98,338.07.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 50 Days.** Last date and time of submission of bid **: 07.10.2026 upto 5 p.m.** Tender will be opened on **: 09.10.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **: 29.09.2026 from 5 p.m.** from the website **https://wbtender.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : XI/112/008/2026-27/R/2 (2nd Call)

Name of work **: Improvement of sewer line at Seikh Para near Trinath Security opposite Cemetery in Ward No-112, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,11,830.60.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

2. NIT No. : XI/110/004/26-27/R

Name of work **: Maint. of surface drain at diff. places at R Block, B.P. Township and surroundings in Ward No.110, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,67,256.70.** Earnest Money **: Rs.5,400.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 07.10.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid **: 09.10.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/020/26-27

Name of work **: Maint. of road by laying Hot-Mix at Bag Bazar near Pre.No.76/17 in Ward No.142.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,05,951.86.** Earnest Money **: Rs.4,200.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/018/26-27/UTTARAN/2nd Call

Name of work **: Maint. of C.C. Road at Subhas Nagar Slum Area near Pre.No.236 in Ward No.126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,96,613.67.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/019/26-27

Name of work **: Maint. of surface drain at Ashavari near Pre.No.232/59/55 in Ward No.142.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,63,972.26.** Earnest Money **: Rs.5,400.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 07.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The Tender will be opened on **: 09.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).**

4. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/014/26-27/2nd Call

Name of work **: Improvement of road at Barisha Sakher Bazar near Pre.No.2D in Ward No.126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,84,258.93.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

5. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/027/26-27

Name of work **: Improvement of road by laying Hot-Mix at Bye Lane of Jagat Roy Chowdhury Road near Pre.No.1/4 in Ward No.126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,77,663.24.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Dat and Time of submission of Bid **: 09.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.4 & 5).** The Tender will be opened on **: 12.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** and **01.10.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.4 & 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/10/2026-2027

Name of work **: Repairing of I.P.S/Con. passage at Harin Bari Lane, Damzan Lane etc. in Ward No.43.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,90,353.47.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/14/2026-2027

Name of work **: Restoration of I.P.S. Concrete & Paver Block passage due to Natural Wear & Tear and cutting by PU Agency at 1/B Radhamohan Pal Lane, 114 B.B. Ganguly Steet etc. in Ward-48, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.3,29,726.59.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 35 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/11/2026-2027/R

Name of work **: Restoration of I.P.S. passage and ancillary works to be disturbed by W/S Department at Brojo Nath Dutta Lane in Ward 48 under Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,97,319.44.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/14/2026-2027

Name of work **: Restoration of I.P.S. footpath at Ram Narayan Matilal Lane, etc. in Ward No-50.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,09,533.63.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/15/2026-2027

Name of work **: Repairing & Restoration of Paver Block & I.P.S. Footpath and passages at Bipin Behari Ganguly Street and other different places in Ward-50.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.3,36,679.33.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.10.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 5).** Date and Time of opening of Tender **: 12.10.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 5).**

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/08/2026-2027

Name of work **: Thorough repairing work in the portion of UPHC 37 1st Floor at 92 Baithakkhana Road, Borough-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.3,96,865.68.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/15/2026-2027

Name of work **: Restoration of Road surface by laying Asphaltum from 95 B.B. Ganguly Street to 1/4 Durgapithuri Lane in Ward No.48, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,74,119.91.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/09/2026-2027

Name of work **: Development of sewer and sewer Appurtenance at UPHC Health Centre in Ward No.49, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,54,718.09.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 12.10.2026 - 11 a.m. (for Sl.No. 6 to 8).** Date and Time of opening of Tender **: 14.10.2026 - 11 a.m. (for Sl.No. 6 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 6)** and **30.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.7 & 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 8).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/IX/074/002/2026-2027/U

Name of work **: Repairing of Bustee I.P. passage at 1 to 44/10 Durgapore Lane, 18 to 20/1 Chetla Hat Road and surrounding area in Ward No.074.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,511.17.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

2. NIT No. : KMC/IX/074/024/2026-2027

Name of work **: Maintenance of roadside Kerb Stone by Painting at Baker Road, Hastings Park Road & Belvedere Road in Ward No.074.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.3,40,683.99.** Earnest Money **: Rs.6,830.00.**

3. NIT No. : KMC/IX/074/025/2026-2027

Name of work **: Maintenance of Kerb Stone by Painting at Alipore Road etc. in Ward No.074.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,90,570.22.** Earnest Money **: Rs.9,820.00.**

4. NIT No. : KMC/IX/074/026/2026-2027

Name of work **: Maintenance of Road side Kerb Stone by Painting at Chetla Hat Road, Gopal Nagar Road & National Library Avenue in Ward No.074.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,60,656.76.** Earnest Money **: Rs.5,220.00.**

5. NIT No. : KMC/IX/074/027/2026-2027

Name of work **: Maintenance of Road Furniture by Painting at Alipore Road, Belvedere Road and in front of Alipore Zoo in Ward No.074.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,19,147.36.** Earnest Money **: Rs.8,400.00.**

6. NIT No. : KMC/IX/074/028/2026-2027

Name of work **: Maintenance of Kerb Stone by Painting at Judges Court Road, etc. in Ward No.74.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.3,06,344.69.** Earnest Money **: Rs.6,150.00.**

7. NIT No. : KMC/IX/074/035/2026-2027

Name of work **: Restoration of Paver Block Footpath at Chetla Hat Road, Gopalnagar Road & surrounding areas in Ward No.074.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,326.13.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days (for Sl.No.1 to 7).**

8. NIT No. : KMC/IX/077/14/2026-2027

Name of work **: Maintenance of Kerb Stone by Painting at Harisava Street, Gangadhar Banerjee Lane, Monilala Banerjee Lane and its surrounding areas 25, Pally & 74 Pally in Ward No.77.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,15,277.00.** Earnest Money **: Rs.2,400.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 8).** Tender will be opened on **: 12.10.2026 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 8).**

9. NIT No. : IX/080/004/2026-2027

Name of work **: Maintenance of "UCHC" at 96/2, Karl Marx Sarani and "UPHC" at 02, Hide Road in Ward No.80.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,98,557.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 150 Days.**

10. NIT No. : KMC/IX/075/013/2026-2027

Name of work **: Renovation of Community Hall at 2, Shah Rajab Road in Ward No.075.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.2,98,772.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last date and time of submission of bid **: 07.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.9 & 10).** Tender will be opened on **: 09.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.9 & 10).** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 9)** and **28.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.10).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 7) and https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.8 to 10).**

543 / 26-27

চোলাইয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানঃ নষ্ট ৫২২০ লিটার উপকরণ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারির পর অবৈধ চোলাই মদের বিরুদ্ধে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে জেলার বিভিন্ন থানার এলাকায় একযোগে চলা অভিযানে এখনও পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ চোলাই তৈরির উপকরণ ও অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে। জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) শান্তনু চৌধুরী জানান, অভিযানে মোট ৫২২০ লিটার চোলাই তৈরির উপকরণ এবং ৪২০ লিটার অবৈধ মদ নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪০টি অ্যালুমিনিয়ামহাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বর্ধমান থানার বিজয়রাম, জামালপুর থানার কামারডাঙা ও নতুনগ্রাম, মাধবডিহি থানার দুর্গাবাটি, রায়না থানার বন্তির খণ্ডঘোষ থানার শাঁকারী, ভাতার থানার সারুয়া ও পারহাট এবং মঙ্গলকোট থানার ক্ষীরগ্রাম দাসপাড়ায় অভিযান চালানো হয়। অবৈধ মদের কারবার বন্ধ করতে আগামী দিনগুলিতেও এই বিশেষ অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। জেলা প্রশাসন ও আবগারি দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই অভিযান চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২৫ তারিখ বর্ধমানে এসে চোলাই মদের বন্ধের জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সমস্ত চোলাই মদের কারবার যাতে বন্ধ করা হয় তার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তারপরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন ও জেলা আবগারি দপ্তর।

দুর্গাপুরে সাইবার প্রতারণার চক্রের পর্দাফাঁস, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে ফের এক সাইবার জালিয়াতি চক্রের গোপন আস্তানার হদিশ পেল পুলিশ। সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ওটিপি ও ব্যাঙ্কের গোপন তথ্য হাতিয়ে সর্বস্ব লুটে নেওয়ার এই আন্তর্জাতিক চক্রটির পর্দাফাঁস করল দুর্গাপুর থানার পুলিশ। সিটি সেন্টারের একটি গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে সাহেব মণ্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের মূল বাড়ি পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়া থানা এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই দুর্গাপুর ও সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল এলাকায় সাইবার প্রতারকদের একটি বড়সড় চক্র সক্রিয় হওয়ার খবর পাচ্ছিল পুলিশ। গোপন সূত্রে সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ সিটি সেন্টারের ১২ নম্বর রানী রাসমণি রোড এলাকার ওই আস্তানায় আচমকা হানা দেয়।

বৃষ্টির তোড়ে ভেস্তে গেল ভারত-আফগান এশিয়াড দ্বৈরথ, হল না টসও!

সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়া

সংবাদ সংস্থা, নিসশিন, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসে নিসশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে ভারত বনাম আফগানিস্তান মেগা কোয়ার্টার ফাইনাল ভেস্তে গেল। মুষলধারে বৃষ্টির জেরে টস পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর লড়াই আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন ম্যাচ আধিকারিকরা। তবে খেলা না হলেও, নিয়ম অনুযায়ী আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে সরাসরি সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল ভারত। সোনা জয়ের দিকে আরও এক ধাপ এগোল শ্রেয়স আইয়ারের দল। আবহাওয়ার বুলেটিনে সারাদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। যদিও কিছুটা হলেও লড়াইয়ের ক্ষীণ আশা জমে সমর্থকদের মনে। কিন্তু বাস্তবে টানা বৃষ্টিতে ঢাকা পড়ে যায় পিচ। কভার সরানোর সুযোগটুকু মেলেনি। যদিও আইসিসি ক্রমতালিকায় আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে থাকার সম্পূর্ণ ফায়দা তোলে 'টিম ইন্ডিয়া'। আগামী ১ অক্টোবর সেমিফাইনালে শ্রেয়সদের প্রতিপক্ষ

হতে চলেছে শ্রীলঙ্কা বা নেপাল। টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট হিসেবে জাপানে পা রেখেছে ভারত। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সমান্তরালভাবে ওয়ানডে সিরিজ চললেও, সোনা ধরে রাখার লক্ষ্যে এশিয়াডের জন্য প্রথম সারির শক্তিশালী টি-টোয়েন্টি দলই পাঠিয়েছে বোর্ড। অন্যদিকে, আফগানরা পাঠিয়েছে তাদের দ্বিতীয় সারির টিম। চোট-আঘাতহীন পূর্ণশক্তির স্কোয়াড নিয়ে পদকের দৌড়ে ভারত অনেকটাই এগিয়ে। কোয়ার্টার ফাইনালের আগে ফুরফুরে মেজাজে টিম ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার সানোতে আয়োজিত প্রস্তুতি ম্যাচে জাপানের মুখোমুখি হয়েছিল তারা। স্পিন-সহায়ক ট্র্যাকে আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে লড়াইটা নেহাত সহজ ছিল না। সেই চ্যালেঞ্জ সামলে টোকিও থেকে বিখ্যাত বুলেট ট্রেনে চেপে নাগোয়া পৌঁছন ক্রিকেটাররা। যাত্রা বেশ উপভোগই করেন দলের তরুণ তারকারা। তবে সোমবার মাঠে নামার সুযোগ জুটল না। ড্রেসিংরুমে বসেই কাটাতে হল গোটা সময়। শুধু ভারত-আফগান ম্যাচই নয়, এদিন বৃষ্টির বলি হয়েছে পাকিস্তান বনাম হংকংয়ের কোয়ার্টার ফাইনালও। এই নিসশিনের মাঠেই খেলা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে সেখানেও টস করা যায়নি। ভারতের মতোই আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে কোনও বল না খেলেই শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। হংকং বিদায় নিয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ বনাম মালয়েশিয়ার কোয়ার্টার ফাইনাল। সেই ম্যাচের বিজয়ীর সঙ্গেই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

এশিয়াড থেকে ছিটকে গিয়ে সূচি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন সিন্ধু

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ টানা ম্যাচ। বিশ্রামের চরম অভাব। আর তার জেরে এশিয়ান গেমস থেকে বিদায়। রবিবার চিনের চেন ইউ ফেইয়ের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে এশিয়াড থেকে ছিটকে গিয়েছেন পিভি সিন্ধু। আর এই বিদায়ের পরেই টুর্নামেন্টের সূচি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভারতের জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী তারকা। অভিযোগ, মাত্র ১৮ ঘণ্টার ব্যবধানে তিনটি ম্যাচ খেলতে বাধ্য করা হয়েছে। এই অমানবিক সূচির জেরেই কোর্টে চূড়ান্ত ক্লান্তির শিকার তিনি। শনিবারের রাতটা সিন্ধুর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম ম্যাচ এমনিতেই দেরিতে শুরু। এরপর দ্বিতীয় খেলা আচমকা অন্য কোর্টে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই লড়াই শেষ হতে বেজে যায় রাত ১টা। হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া ও রিকভারি সেশন সেরে ঘুমোতে যান ভোর ৩টেয়। আবার রবিবার সকাল সাড়ে ৮টায় কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য প্রস্তুতি। এক্স হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্টে নিজের হতাশা উগরে দিয়েছেন সিন্ধু। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'কথাগুলো গুছিয়ে লিখতে একটু সময় লাগল। আমার এশিয়ান গেমস অভিযান শেষ, আর আমি গভীরভাবে আহত। কোয়ার্টার ফাইনাল জেতা থেকে মাত্র তিন পয়েন্ট দূরে ছিলাম।' চিনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম গেম ২১-১১ ব্যবধানে জিতেও পরের দুটি গেম ১৮-২১ এবং ১০-২১ ব্যবধানে হেরে যান। আক্ষেপের সুরে সিন্ধু লেখেন, 'আমি বারবার ওই তিনটে পয়েন্টের কথায় ফিরে যাচ্ছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর র‍্যালিগুলোই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সুযোগ আমার হাতে ছিল। সেটা হাতছাড়া হওয়ার কষ্টটা মারাত্মক।' সূচি নিয়ে আয়োজকদের একহাত নিয়েছেন ভারতীয় শাটলার।

তাঁর কথায়, '১৮ ঘণ্টায় তিনটে ম্যাচ। রাত ৩টেয় ফেরা, আবার সকাল সাড়ে ৮টায় বেরোনো। এর চরম প্রভাব পড়েছে শরীরে। তবে এমন একটা ক্যাম্পের পর অনেক বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আমি আর আমার দল ওই মুহূর্তগুলো নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছি। ঠিক ভুল শুধরে নেব।' তবে এই পরাজয়ের যন্ত্রণার মধ্যেও লুকিয়ে খেলার প্রতি অদম্য জেদ। সিন্ধু লিখেছেন, 'আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ঠিক আছে। আমি খুশি যে এটা এখনও আমাকে এতটা কষ্ট দেয়। আমি এখনও এটা চাই। কোর্টে আমি আমার পুরোটা নিংড়ে দিই। এই অনুভূতিটাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে

যায়।' ২০১৪ সালে প্রথম এশিয়াডে অভিষেক। সেখান থেকে টানা বারো বছর। এই দীর্ঘ যাত্রার কথা স্মরণ করে তিনি লেখেন, 'এখানে গর্ব করার জায়গাও আছে। ২০১৪ সালের প্রথম এশিয়ান গেমস থেকে এখনকার চতুর্থ আসর, ভারতের জন্য সবকিছু উজাড় করে দেওয়ার বারো বছর। আমি এই অনুভূতিটা নিজের মধ্যে রাখতে চাই। একটা যন্ত্রণাদায়ক ফল এত বড় একটা যাত্রাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না।' টুর্নামেন্টে সমর্থন জোগানোর জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন সিন্ধু। উন্নতি হুডার হারের পর সিন্ধুর এই বিদায়ে এশিয়াডের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের ব্যাডমিন্টন অভিযান কার্যত শেষ। সম্বল কেবল পুরুষ দলের ব্রোঞ্জ। তবে শুধু সিন্ধুই নন। সূচি নিয়ে সরব হয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টি, জাপানের কোডাই নারাওকা এবং চিনের তান নিংয়ের মতো শীর্ষ তারকারাও। আয়োজকদের খামখেয়ালিপনায় বিশ্রামের অভাবে ভুগেছেন সকলে। যদিও এই অভিযোগের ভিত্তিতে আয়োজকদের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

২৫ মিটার পিস্তলে রুপো জিতলেন এষা

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসের দশম দিনেও পদক জয়ের ধারা অব্যাহত। শুটিং রেঞ্জ থেকে এল আরও একটি রুপো। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেডেল নিশ্চিত করলেন হায়দরাবাদের ২১ বছর বয়সি শুটার এষা সিং। অন্যদিকে, কুরাশ ইভেন্টে মহিলাদের ৭৮ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন পিঙ্কি বলহারা। সব মিলিয়ে দশম দিনের শেষে ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল ৩৯-এ। ১২ নম্বর স্থানে থেকে প্রথম দশে ঢোকার লড়াই জারি রাখল 'টিম ইন্ডিয়া'। যোগ্যতাপর্বে ৫৮০-২২এক্স স্কোর করে কোনওরকমে অষ্টম স্থানে থেকে ফাইনালে উঠেছিলেন এষা। কিন্তু আসল লড়াইয়ে দেখালেন স্নায়ুর চূড়ান্ত দৃঢ়তা। একটা সময় চার নম্বরে নেমে গিয়ে পদক হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম। ঠিক সেই জায়গা থেকে কামব্যাক! নিখুঁত নিশানায় টানা পাঁচটি শট লক্ষ্যে রেখে প্রত্যাবর্তন। এরপর উত্তর কোরিয়ার কিম হিয়ন সুকের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জরুপোর লড়াইয়ে নামেন এষা। ৩৪-৩৪ স্কোরে টাই হওয়ার পর টানা তিনবার শুট-অফ। প্রথম দু'বার ৩-৩ স্কোর। তৃতীয় শুট-অফে ৩-২ ব্যবধানে জিতে রুপো নিশ্চিত করেন ভারতীয় তারকা। সোনার লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ ছিলেন চিনের শিয়াও জিয়ারুইশুয়ান। ফাইনাল সিরিজ শেষে দু'জনেই ৩৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। ফলে ফয়সালা গড়াল শুট-অফে। প্রথম শুট-অফে ৪-৪ ড্র। অবশেষে দ্বিতীয় শুট-অফে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ৩-২ ব্যবধানে হেরে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল

এষাকে। এর আগে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে হতাশ করেছিলেন। নিজে ১৫তম স্থানে শেষ করেন এষা, দলগতভাবে ভারত হয় চতুর্থ। কিন্তু ২৫ মিটার পিস্তল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ইভেন্ট। এই বিভাগে তিনি বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর শুটার। গত ১৮ মাসে জোড়া বিশ্বকাপ জয় এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ রয়েছে ঝুলিতে। মে মাসে মিউনিখ বিশ্বকাপে ৪৩টি হিটের বিশ্বরেকর্ডও গড়েছিলেন। এদিন সেই চেনা ছন্দেই দেখা গেল এষাকে।

জার্মানির মাঠে গ্রিসের অবিস্মরণীয় জয়

সংবাদ সংস্থা, বাভারিয়া, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ আউসবুর্কে রবিবার রাতে উয়েফা নেশন্স লিগের ম্যাচটি ১-০ গোলে হেরেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেছেন দিমিত্রিয়স্ কুরবেলিস। আন্তর্জাতিক ফুটবলে জার্মানির বিপক্ষে ১১ ম্যাচে গ্রিসের প্রথম জয় এটি। আগের ১০ ম্যাচের সাতটিতে জয় পায় জার্মানরা, ড্র হয় অন্য তিনটি। বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশ থেকে বিদায়ের পর জার্মানির দায়িত্ব নেন ক্লপ। তার কোচিংয়ে দুই ম্যাচ খেলে জয়হীন রইল দল। প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১-১ ড্র করেছিল তারা। সব মিলিয়ে এই নিয়ে টানা চার ম্যাচে জয়ের স্বাদ পায়নি চারবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। 'এ'

লিগের দুই নম্বর গ্রুপে দুই ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে গ্রিস। এদিনই আরেক ম্যাচে সার্বিয়াকে ২-১ গোলে হারানো নেদারল্যান্ডস ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে। ১ পয়েন্ট নিয়ে তিনে জার্মানি। সার্বিয়া এখনও পয়েন্ট পায়নি। প্রায় ৭৬ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৬ শট নিয়ে কেবল পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে জার্মানি। আর গ্রিস আট শটের একটি লক্ষ্যে রাখতে পেরেই বাজিমাত করল। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ১-১ ড্র ম্যাচ থেকে শুরুর একাদশে পাঁচটি পরিবর্তন আনেন জার্মানি কোচ। মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের জায়গায় গোলপোস্টে সুযোগ পান আলেক্সান্দার নিউবেল। প্রথমার্ধে খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি জার্মানরা, এই সময়ে গোলের জন্য সাত শটের একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। ৩২তম মিনিটে কারিম আডেইয়েমির সেই শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন গ্রিসের গোলরক্ষক। জার্মানিকে দারুণভাবে আটকে রাখা গ্রিস প্রথমার্ধে গোলের জন্য শট নিতে পারে চারটি, কিন্তু গোলরক্ষককে কখনও ভাবাতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে জার্মানির অভিষিক্ত উইঙ্গার কন্তের নিচু জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন গ্রিসের গোলরক্ষক। একটু পর ইয়োজুয়া কিমিখের প্রচেষ্টাও রুখে দেন তিনি। প্রতিপক্ষের ভুলে ৬৭তম মিনিটে দারুণ এক সুযোগ পেয়ে যায় গ্রিস। সতীর্থের পাস বক্সে পান ইওয়ানিদিস। তার সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক, কিন্তু বাইরে মেরে বসেন তিনি। ৭৪তম মিনিটে ঠিকই জার্মানদের জালে বল পাঠিয়ে দেয় গ্রিস। বক্সে কুরবেলিসের শট জার্মানির এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। বাকি সময়ে খুব চেষ্টা করেও হার এড়াতে পারেনি জার্মানি। পরের ম্যাচে আগামী বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠেই সার্বিয়ার মুখোমুখি হবে জার্মানি। একই দিন নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে গ্রিস।

রোনাল্ডোকে বেঞ্চে রেখে নরওয়েকে হারাল পর্তুগাল

সংবাদ সংস্থা, ওসলো, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে 'এ' লিগে চার নম্বর গ্রুপের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে জর্জে জেসুসের দল। টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষেও উঠল তারা।৬০ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২২টি শট নেয় নরওয়ে, এর ছয়টি ছিল লক্ষ্যে। আর পর্তুগালের ১২ শটের চারটি ছিল লক্ষ্যে। ডেনমার্কের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতে আসর শুরু করা নরওয়ে এখন ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে। আগের ম্যাচে একাধিক সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান পর্তুগাল কোচ। ৪১ বছর বয়সি তারকার জায়গায় নামেন গন্সালো রামোস। আগের ম্যাচের শুরুর একাদশ থেকে আরও তিনটি পরিবর্তন করেন জেসুস। ম্যাচের প্রথম উল্লেখযোগ সুযোগটি পায় নরওয়ে। ত্রয়োদশ মিনিটে সতীর্থের পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেলেও, যথেষ্ট জোরে শট নিতে পারেননি হলান্ড। কোনোমতে বল পা দিয়ে বাইরে পাঠান দিয়োগো কস্তা। এর চার মিনিট পরই এগিয়ে যায় পর্তুগিজরা। বাঁ থেকে পেদ্রো নেতোর পাস ডি-বক্সের মুখে প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়েই, নিচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ফেলিক্স। গত সপ্তাহে তার একমাত্র গোলেই ওয়েলসকে হারায় পর্তুগাল। জাতীয় দলের হয়ে আল নাসরে তারকার গোল হলো ১৪টি, ৫৯ ম্যাচে। ২৪তম মিনিটে আরেকটি ভালো সুযোগ পান হলান্ড। ছয় গজ বক্সের বাইরে বল পেয়ে শট নেন তিনি, দারুণ ক্ষিপ্রতায় পা বাড়িয়ে সেটা আটকে দেন ডিফেন্ডার হবেন দিয়াস। ১৫ মিনিট পর নরওয়ের রেকর্ড গোলদাতার হেড কর্নারের বিনিময়ে আটকান কস্তা। প্রথমার্ধের ব্যর্থতা কাটিয়ে ৫১তম মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান হলান্ড। মার্টিন ওদেগোরের ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে আটকালেও, দলকে বিপদমুক্ত করতে পারেননি কস্তা। ফিরতি বল ছয় গজ বক্সের মুখে পেয়ে হেডে পাশে বাড়ান পাত্রিক বার্গ, এবং আলতো শটে বাকি কাজ সারেন দলের সবচেয়ে বড় তারকা। গত ম্যাচে ডেনমার্কের বিপক্ষে জোড়া গোল করেন হলান্ড। জাতীয় দলের হয়ে তার মোট গোল হলো ৬৫টি, ৫৭ ম্যাচে। নরওয়ের স্বস্তি যদিও তিন মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। আরিয়ান হুশল নিলাদের অমার্জনীয় এক ভুলের সুযোগে পর্তুগালকে আবার এগিয়ে দেন রামোস। ডি-বক্সের বাইরে থেকে সতীর্থকে দুর্বল পাস বাড়ান গোলরক্ষক নিলাদ

এবং দ্রুত পা বাড়িয়ে বল ধরেই তার মাথার ওপর দিয়ে শট নেন রামোস। পেছন ফিরে প্রাণপনে ছুটে গেলেও বলের নাগাল পাননি নিলাদ। জাতীয় দলের হয়ে ২৯ ম্যাচে ১২ গোল হলো রামোসের। চার মিনিট পর আবারও গড়বড় করে ফেলেন নিলাদ, ডি-বক্সের বাইরে গিয়ে বল ক্লিয়ার করতে পারেননি তিনি, বরং বল কেড়ে নিয়ে কোনাকুনি শটে আবার জালে পাঠান রামোস। তবে নিলাদ ও তার দলের ভাগ্য ভালো ভিএআর সময় নিয়ে যাচাই করে অফসাইডের সিদ্ধান্ত জানায়। অফসাইডে ছিলেন রামোস। আরেকটি গোলের জন্য শেষ ২০ মিনিটে একের পর এক আক্রমণ করে নরওয়ে, কয়েকটি হাফ চান্সও পায় তারা কিন্তু কাজের কাজ আর করতে পারেনি গত বিশ্বকাপে কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলা দলটি। এ দিনই এই গ্রুপের আরেক ম্যাচে ওয়েলসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ডেনমার্ক। নরওয়ের সমান ৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তৃতীয় স্থানে আছে ডেনিশরা। ওয়েলসের পয়েন্ট শূন্য।

জাদুকরী ফ্রি কিক মেসির, গোলকিপারের শেষ সময়ের ভুলে ইন্টার মায়ামির হার

ধারাভাষ্যকার বললেন, ''লিওনেল মেসির জন্য সেট পিস সরু এক কোণ...।'' সরু বললেও আসলে তা বোঝানো যায় না পুরোপুরি। খুবই দুরূহ এক কোণ থেকে ফ্রি কিক, কর্নারের কাছাকাছি প্রানেত। সেখান থেকে ফ্রি কিকে সাধারণত বল বক্সের ভেতরে রাখেন সবাই। মেসির শটও সেরকমই মনে হলো। কিন্তু সবার ওর দিয়ে ভাসতে ভাসতে শেষ মুহূর্তে অবিশ্বাস্য বাঁক খেয়ে বল ঢুকে গেল জলে!

সংবাদ সংস্থা, ওহিয়ো, ২৮ সেপ্টেম্বরঃ ধারাভাষ্যকারদের একজন বললেন 'ও মাই গুডনেস...।' আরেকজন কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে এরপর বললেন, ''দ্যাট ইজ পারকেশন ফ্রম দা গ্রেটেস্ট অব অলটাইম... ৩৯ বছর বয়সী মানুষটি আর কত বিস্ময় উপহার দেবেন...!'' মেসিকে নিয়ে এসব কথা অবশ্য নতুন কিছু ন। ফুটবল মাঠে যা কিছু করা সম্ভব, সব করে ফেলার পরও নতুন করে বিস্মিত করার পথ তিনি ঠিকই খুঁজে নেন। তবে এমন এক গোলের ম্যাচটিও শেষ পর্যন্ত তার ও দলের জন্য শেষ হলো হতাশায়। মেজর লিগ সকারের ম্যাচটিতে ওই গোলে সমতায় ফিরেছিল ইন্টার মামি। কিন্তু ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে গোলকিপার রোকো রিওস নোভোর ভুলে গোল খেয়ে বসে তারা। কলম্বাস ক্রু ম্যাচ জিতে নেয় ২-১ গোলে। মেসি মায়ামিতে আসার পর এই প্রথম তাদেরকে হারাতে পারল কলম্বাস ক্রু। এবারে আগে সবশেষ জয়টি ছিল সেই ২০২২ সালের ৩১ আগস্ট। শেষ সময়ে ওই গোলটি খাওয়ার মিনিট দুয়েকে আগে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মায়ামির সান্তিয়াগো মোরালেস। গোটা

ম্যাচেই ছিল ফাউল ও কার্ডের ছড়াছড়ি। দুই দল মিলিয়ে হলুদ কার্ড হয়েছ ১২টি, এর ৭টিই দেখেছে মায়ামি। ঘরের মাঠে ম্যাচের ২৮তম মিনিটে জোসেফ মার্তিনেজের পেনাল্টিতে এগিয়ে যায় কলম্বাস ক্রু। যদিও ফাউলটি ছিল ২৩তম মিনিটে! কর্নারের সম মার্তিনেজকে টেনে ফেলে দেন মায়ামির ইয়ানিক ব্রাইট। রেফারি তখন ফাউল দেননি। খেলা চলে আরও মিনিটখানেক। এরপর ভিএআর রেফারির হস্তক্ষেপে মাঠের পাশে মনিটর দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। মায়ামির ফুটবলাররা তখন ক্ষোভে ফেটে পড়েন, আঙুল উঁচিয়ে এগিয়ে যান মেসি। প্রতিবাদ করে হলুদ কার্ড দেখেন কাজেমিরো। তবে রেফারি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পেনাল্টি কাজে লাগান মার্তিনেজ। মেজর লিগ সকারে তার ১৩১তম গোল এটি। এর মিনিট পাচেঁক পরই মেসির সেই চোখধাঁধানো ফ্রি কিকের গোল। এরপ্র ৫৩তম মিনিটে দারুণ এক সুযোগ হারান মেসি। দুই মিনিট পর আনাস জারুরির গোলার মতো এক দূরপাল্লার শটে গোল প্রায় পেয়েই গিয়েছিল কলম্বাস ক্রু। ক্রসবারে লেগে বল গোললাইন স্পর্শ করে বেরিয়ে আসে অবিশ্বাস্যভাবে। ৬৪তম মিনিটে মায়ামির দাভিদ আয়ালা বল জালে পাঠালেও গোল হয়নি অফসাইডের কারণে। ৮৮তম মিনিটে জারুরির আরেকটি শট বাধা পায় পোস্টে। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা হয় ৯ মিনিট। এর অষ্টম মিনিটে সেই গোল। আক্রমণে ছিল মায়ামি। মাঝমাঠে রদ্রিগো দি পলকে ফেলে দিয়ে বল নিয়ে নেন কলম্বাস ক্রু। সেই পাল্টা আক্রমণে ব্রাইস মেন্ডেস শট নেন বক্সের একটু বাইরে থেকে। দুর্বল সেই শট ধরতে গিয়ে গোলকিপার রিওস নোভোর হাত থেকে ফসকে যায় বল। সামনেই থাকা জামাল থিয়ারে ছুটে এসে বল পাঠান জালে। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৪ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে মায়ামি। ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল। কলম্বাস ক্রু ১২ নম্বরে আছে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com